RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

কুরুখ ভাষায়
লিখে ইতিহাস
অনুপার

পৃষ্ঠা-৪

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ৮ এপ্রিল – ২১ এপ্রিল, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 26, Issue: 7, Cooch Behar, Friday, 8 April - 21 April, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

জিটিএ নির্বাচন নিয়ে বিমতে পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি

শিলিগুড়ি: জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন) নির্বাচনের বিরোধীতায় দিন কয়েক আগেই বৈঠক করেছিল বিমল গুরুঙের মোর্চা। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তকে। পাহাড়ের সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করতেই সেদিনের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। তবে বৈঠকে বিজেপি সাংসদকে আমন্ত্রণ জানালেও বিমল গুরুং নিজেই সেখানে উপস্থিত থাকেননি। সেই বৈঠকের চারদিন কাটতে না কাটতেই এবার জিটিয়ে নির্বাচনের বিরোধীতায় শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় রাজু বিস্ত-এর বাসভবনে ৬ এপ্রিল বৈঠক করে।জানা গেছে ওই বৈঠকে বিজেপি ছাড়াও হাজির ছিল জিএনএলএফ, সিপিআরএম, সুমিতি মুক্তি মোর্চা, গোর্খ্যাল্যান্ড নির্মান মোর্চা, অল ইন্ডিয়া গোর্খা লিগের নেতারা সহ দার্জিলিং ও কার্শিয়াংয়ের দুই বিধায়ক নিরজ জিম্বা ও বি পি বাজগাই। তবে এদিনের বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন না বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ত।

বৈঠক শেষে নেতারা জানান, 'জিটিএ নির্বাচনে অংশ নেবে না বিজেপি ও সহযোগী জিএনএলফ ও অন্য ছোট দলগুলি। পাশাপাশি ওই নির্বাচনের বিরোধীতায় পাহাড়ে আন্দোলনও করা হবে। জিটিএ নির্বাচন চায় না পাহাড়। জোড় করে নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। পাহাড়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় পাহাড়ের আমজনতা।'

> "আমি চাই মে নাগাদ নির্বাচন হোক... সকলেই চাইছেন নির্বাচন হোক"
>
> – মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অন্য দিকে জিটিএ নির্বাচনে সায় দিচ্ছেন সিংহভাগ পাহাড়বাসী। সম্প্রতি পাহাড় সফরে গিয়ে মে, জুন মাসের মধ্যে জিটিএ নির্বাচন করার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, "চারটি সংগঠনের সঙ্গে দেখা করলাম। প্রত্যেকটি দলের নেতারা এসেছিলেন। সকলেই চাইছেন নির্বাচন হোক। দিল্লিকে বলেছি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে।" তিনি আরও বলেন, আমি চাই মে নাগাদ নির্বাচন হোক। যদি দুই তিন মাসের মধ্যে জিটিএ নির্বাচন হয়ে যায়, তাহলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মানুষের কাজ করার দায়িত্ব নেবেন।" তাঁর এই ঘোষণার পরই ভিন্ন ভিন্ন পথে হেঁটেছে পাহাড়ের রাজনৈতিক দল। জিটিএ নির্বাচনকে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়াও সমর্থন জানিয়েছে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা, জন আন্দোলন পার্টি, অজয় এডওয়ার্ডয়ের হামরো পার্টি। অজয় এডওয়ার্ড জানিয়েছেন, "জিটিএ নির্বাচনে এবং সমস্ত নির্বাচনে অংশ নেব। তবে কারো কাঠপুতুল হতে চাই না। স্কুল পরিচালন সমিতি থেকে সব নির্বাচনেই অংশ নেব। জিটিএ নির্বাচন স্বাগত।"

গত ১৭ বছর ধরে পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং পাঁচ বছর ধরে জিটিএ নির্বাচন বন্ধ রয়েছে এখানে। প্রশাসক দিয়ে কাজ চলছে। এতে পাহাড়ের উন্নয়ন থমকে রয়েছে বলেই মনে করছে পাহাড়ের আম জনতারা।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচন লক্ষ্য, কর্মীদের মাঠে নামতে নির্দেশ তৃণমূলের

শিলিগুড়ি: মহকুমা পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ৩১ মার্চ দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দার্জিলিং জেলার পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনও। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, পৌরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জেলা যুব সভাপতি কুন্তল গোস্বামী-সহ অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে, সামনের বছর রয়েছে মহকুমা পরিষদের নির্বাচন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে গত চার বছর ধরে প্রশাসক দিয়ে কাজ চলছে। থমকে রয়েছে উন্নয়নমূলক অনেক কাজ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা পাওয়ার পর এখন থেকেই এই নির্বাচন নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে ঘাসফুল শিবির। শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মতো এতদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদও অধরা ছিল রাজ্যের শাসকদলের। কিন্তু এবার শিলিগুড়ি পৌরনিগমে পালাবদল এসেছে। ৩৭টি আসন নিয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচনের ফলের প্রভাব মহকুমা পরিষদ নির্বাচনেও পরবে বলে দাবি করেছেন দলীয় নেতৃত্ব।

এই নির্বাচনকে সামনে রেখে অরূপ বিশ্বাস এখন থেকেই শিলিগুড়ির দলীয় কর্মীদের মাঠে নামার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়নের বিষয় গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, যাঁরা রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পাননি বা বাদ পরেছেন তাঁদেরও দুয়ারে সরকারের মাধ্যমেও সেসব প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। এদিন অরূপ বিশ্বাস বলেন, "একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের জন্য কাজ করে। আমরা মহকুমা পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে বলেছি। দলের কর্মীদের আরও সক্রিয়ভাবে মানুষের পাশে থাকতে বলেছি। এবারের নির্বাচনে শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব তো পড়বেই"।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে রানওয়েতে ফাটল

বাগডোগরা: আগামী ১১ এপ্রিল থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দর সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে। যার ফলে প্রায় একমাস বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে ৭ এপ্রিল সকাল থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে উড়ান অবতরণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। যার ফলে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। অবশেষে এদিন বেলা ১টা নাগাদ বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। মার্চ মাসে দুবার রানওয়েতে ফাটলের কারণে বন্ধ হয় বিমান চলাচল। চলতি মাসে ফের একবার বন্ধ বিমান চলাচল।

ডাক সেবক নিয়োগে দূর্নীতি প্রধান ডাকঘরে

কোচবিহার: কেঁচো খুঁড়তে সাপ। কোচবিহারের রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী প্রধান ডাকঘরে বড়সড় দূর্নীতির হদিশ মিলল। হিন্দিতে ৯০ শতাংশের ওপর নম্বর পেয়েও নাম সই করতে গিয়ে প্রায় কলম ভাঙ্গার জোগাড়। সন্দেহ হওয়ায় পোস্ট অফিসের তরফ থেকে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয় এবং গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ আটকে যায়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘটল এই ঘটনা।

২০২০ সালে উত্তর প্রদেশ বোর্ডের দশম শ্রেণির জাল সার্টিফিকেট নিয়ে বেশ কয়েকজন কোচবিহারের রাজ আমলের প্রধান ডাকঘরে চাকরি পায়। তদন্তে কারচুপির বিষয়টি ধরা পড়লে কর্তৃপক্ষ তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার পাশাপাশি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এবারও ওই একই কায়দায় কয়েকজন সার্টিফিকেট এনে ডাক সেবকের পদের জন্য জমা দেয়। প্রাথমিক ভাবে তারা চাকরির জন্য মনোনীতও হয়। কিন্তু সার্টিফিকেট গুলো যে জাল তা ৪ এপ্রিল চূড়ান্ত ভেরিফিকেশনের সময় কর্তপক্ষ বুঝতে পারে।

ডাকঘরের নিয়ম অনুযায়ী, এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর হিসেবে এই পদ গুলোতে নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য ২৫ জুলাই গ্রামীণ ডাক সেবক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এনিয়ে গত জুলাই একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। ডাকঘরের নিয়ম মেনে একাধিক পরীক্ষার্থী আবেদন জমা করেন। দশম শ্রেণির পরীক্ষার চূড়ান্ত নম্বরের ভিত্তিতে কর্তপক্ষ ২৫ জনকে বেছে নেয়। এদিন তাদের মার্কশীট ভেরিফিকেশন ছিল। ভেরিফিকেশনর সময়ই জাল মার্কশীট গুলি ধরা পড়েযায়।

কোচবিহার ডিভিশনের ডাক অধীক্ষক অনিমেষ দাস বলেন, গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগে মার্কশীট ভেরিফিকেশন করতে গিয়ে উত্তরপ্রদশ বোর্ডের দশম শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষার জাল বলে মনে হয়েছে। ২০২০ সালেও এমন ঘটনা ঘটেছিল।

উত্তরবঙ্গে উদ্ধার ক্যাঙারু, রাখা হবে বেঙ্গল সাফারি পার্কে

শিলিগুড়ি: বিগত কিছু দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বেশ কয়েকটি ক্যাঙারু উদ্ধার হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে আসছে ক্যাঙারুগুলি? অভিযোগ উঠেছে উত্তর-পূর্ব ভারতে ক্যাঙারুর কৃত্রিমভাবে প্রজনন করা হচ্ছে। আর সেখান থেকেই পাচার করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে, আলিপুরদুয়ার জেলায় অসম-বাংলা সীমানা এলাকার বারোবিশাতে রুটিন তল্লাশির সময় একটি পূর্ণবয়স্ক ক্যাঙারু উদ্ধার হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে দুই পাচারকারীকে। রাজ্য বন দফতর উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে। মূলত অস্ট্রেলিয়ার এই প্রাণী ভারতে চিড়িয়াখানাতে থাকলেও, উত্তর-পূর্ব ভারতের কোথা থেকে এই ক্যাঙারু আনা হচ্ছে, তা নিয়ে সকল মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক রাজা রাউত এবিষয়ে জানান, ''আমাদের ধারণা এই ক্যাঙারুগুলি পাচারের উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে আনা হচ্ছিল মনে করা হচ্ছে। আমাদের ধারণা মিজোরামে অবৈধভাবে এই অস্ট্রেলিয়ান প্রাণীর প্রজনন করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বন্যপ্রাণীদের মায়ানমার দিয়ে আনা হচ্ছে কিনা দেখা উচিত। মায়ানমার ও চিনের মত দেশ বন্যপ্রাণীর দেহাংশ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। সরকারের উচিত এই আন্তর্জাতিক পাচারচক্র নিয়ে একটা তদন্ত করা।''

জানা গিয়েছে শিলিগুড়িতে উদ্ধার করা তিন ক্যাঙ্গারু বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অতিদ্রুত তাদের ওপেন এনক্লোজারে রাখা হবে। বনদপ্তর সূত্রে খবর, জীবিত তিন ক্যাঙ্গারুকে আপাতত রাখা হয়েছে বেঙ্গল সাফারি পার্কে। খানিকটা দূর্বল হলেও সুস্থ রয়েছে তারা। রয়েছে চিকিৎসকের কড়া নজরদারিতে। দেওয়া হচ্ছে স্যালাইন। অন্যদিকে, এই তিন ক্যাঙ্গারুকে রাখার জন্য বেঙ্গল সাফারির অন্দরেই একটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, লেপার্ড ক্যাটের জন্য তৈরি একটি এনক্লোজারেই আপাতত তাদের রাখা হবে। তবে এই মূহুর্তে তাদের পর্যটকের সামনে আনা হবে না। বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর দাওয়া সাংমু শেরপা জানিয়েছেন, ক্যাঙ্গারুগুলিকে অবজার্ভেশনে রাখা হয়েছে। স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। সুস্থ হয়ে উঠলে তাদের ওপেন এনক্লোজারে পাঠানো হবে।

শিলিগুড়িতে চালু হল বাংলাদেশের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার

শিলিগুড়ি: দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটলো। এবার শিলিগুড়ি থেকে পাওয়া যাবে বাংলাদেশে যাওয়ার ভিসা। ৬ এপ্রিল শিলিগুড়ির সেবক রোড সংলগ্ন এলাকায় বাংলাদেশ হাইকমিশন অনুমোদিত একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে এবং বাংলাদেশের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় চালু হল ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার।

এর আগে শিলিগুড়িতে পাসপোর্ট অফিস খোলা হয়। তবে পাসপোর্ট অফিস থাকলেও ছিল না বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্র। ভিসা কেন্দ্র খোলা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক, শিলিগুড়ির বৃহত্তম ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে শুরু করে বৃহত্তর শিলিগুড়ি নাগরিক মঞ্চ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলি বিভিন্ন সময়ে দাবি জানায়। এই দাবি পুরো হওয়ায় খুশি উত্তরবঙ্গের মানুষজন।

মনে করা হচ্ছে এতে দুই দেশের পর্যটন ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন। সঙ্গে এই ভিসা কেন্দ্রের মাধ্যমে দুই দেশের মানুষের মধ্যে এবার সম্পর্ক আরও বাড়বে। আগে বাংলাদেশের ভিসার জন্য ছুটতে হত কলকাতা, ত্রিপুরা কিংবা গুয়াহাটিতে এখন থেকে শিলিগুড়িতে থেকেই তা পাওয়া সম্ভব হবে। আবেদনের প্রক্রিয়া, কী কী ভিসা মিলবে সব একই রয়েছে। bdvisa.com এই ওয়েবাইটে আবেদনের সমস্ত তথ্য জানা যাবে।

এবার গ্রাম পঞ্চায়েতেও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

জলপাইগুড়ি: শহরের পর এবার রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতেও চালু হচ্ছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। এই পরিকল্পনার দায়িত্বে রয়েছে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী পুলক কর জানান, প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত ৩হাজার ৩৪৩টি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় কী ধরনের জৈব ও অজৈব আবর্জনা প্রতিদিন তৈরি হয় তা জানাতে দপ্তর সমীক্ষা চালাবে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্প চালু হলে আবর্জনা সংগ্রহে পঞ্চায়েত গুলির নিজস্ব আয় বাড়বে। আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জৈব সার বিদ্যুৎ ও রান্নার গ্যাসের পঞ্চায়েত এলাকায় আয়ের নতুন পথ খুলবে। মন্ত্রী জানান একসঙ্গে সবকটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় প্রকল্প চালু নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য খতিয়ে দেখে ধাপে ধাপে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

মন্ত্রী পুলক কর জানিয়েছেন, একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে এই সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হবে। ওই সংস্থা পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলবে এবং সেই কথোপকথনের রেকর্ড করবে। এছাড়া এলাকাগুলিতে প্রতিদিন ঠিক কত পরিমাণ জৈব ও অজৈব আবর্জনা জমা হয় তারও একটা হিসাব নেওয়া হবে। এরপর কীভাবে আবর্জনার পৃথকীকরণ হবে তাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানানো হবে। পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের পাহাড়ি এলাকার আবর্জনা সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা কেমন হবে সেদিকটাও খতিয়ে হবে।

পাখিবিতানের দায়িত্বে দার্জিলিং বণ্যপ্রাণ বিভাগ

জলপাইগুড়ি: গজোলডোবার একাধিক জলাশয় দেশি ও বিদেশি পরিযায়ী পাখি আসে। এই পাখিকে ঘিরেই বন দপ্তর তৈরি করেছে পাখিবিতান অভয়ারণ্য। এবার এই পাখিবিতানের দায়িত্ব দার্জিলিং বণ্যপ্রাণ বিভাগের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।

২০১৮ সালে প্রায় আড়াইহাজার একরের বেশি জলাশয় ও জঙ্গল নিয়ে তৈরি হয় এই পাখিবিতান। এই অভয়ারণ্যর উত্তরে মাল ব্লকের সাউগাঁও এলাকার তিস্তা নদীবক্ষ, দক্ষিণে গজোলডোবার তিস্তা ব্যারেজ, পূর্ব দিকে ওদলাবাড়ি ফরেস্ট কম্পার্টমেন্ট, গজলডোবা ফরেস্ট বিটের ১ ও ২ কম্পার্টমেন্ট, বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের আপালচাঁদ ফরেস্ট এবং তারঘেরা রেঞ্জ রয়েছে। নতুন এই পাখিবিতান অভয়ারণ্যে সরকার ও বনবিভাগের জমি খুব কমই রয়েছে। একমাত্র সেচ

গজোলডোবা পাখি অভয়ারণ্য

দপ্তরের জমির পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ। একমাত্র গজলডোবা চা বাগানের ৯০ একরের কিছু বেশি জমি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগ ও একটি পরিবেশ সংগঠনের উদ্যোগে কয়েকবছর আগে পাখিদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়। তাতে প্রায় দেড়শো প্রজাতির দেশি ও পরিযায়ী পাখির তালিকায় তৈরি করা হয়। কিন্তু এখন প্রায় ৫০০ প্রজাতির দেখা মেলে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ন্যাফের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানাগেছে। জেলাশাসক মৌমিতা বসুরায় জানিয়েছেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বার্ড ওয়াচারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই মহিলা বার্ড ওয়াচাররা পাখিবিতানের অভয়ারণ্যে ইকো গাইডের কাজ করবেন।

টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

মালদা: এবারের টেন্ডার দুর্নীতিতে নাম জোরালো চৌকি মিরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের। অভিযোগ বিজেপি প্রধান শুকনি সাহা সকল সদস্যকে অন্ধকারে রেখে গোপন টেন্ডার করেছেন।

মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে শুধুমাত্র নিজেদের পেটুয়া ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দিতে প্রায় ৮৫ লক্ষ্য টাকার গোপন টেন্ডার করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য শেখ মাহাতাব। চৌকি মিরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য শেখ মাহাতাব পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেন। শেখ মাহাতাব অভিযোগ করেন, প্রধান শুকনি সাহা তৃণমূলের বহিষ্কৃত সদস্যদের নিয়ে প্রায় ৮৫ লক্ষ্য টাকার গোপনে টেন্ডার করেছেন। তার দাবি শুধুমাত্র নিজেদের পেটুয়া ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য এমনটা করেছেন প্রধান। এমনকি যে রাস্তাগুলিতে কাজ হয়ে গেছে সেই রাস্তাগুলি দেখিয়ে ভুয়ো ভাবে বিল পাস করা হচ্ছে।

তিনি এবিষয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে প্রকাশ্যে টেন্ডার করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পরবর্তীতে পুনরায় তিনি মালদা জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জুয়ায় হেরে নিজেকে অপহরণের ছক কলেজ পড়ুয়ার

কোচবিহার: জুয়ায় হেরে গিয়ে নিজেকেই নিজে অপহরণের ছক কষে বাড়িতে মুক্তি পণের দাবি করল কলেজ পড়ুয়া এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে কোতয়ালি থানার মাঘপালা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ কোচবিহার কলেজের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্র অনলাইন গেম বা জুয়ায় একটি মোটা অঙ্কের টাকা হেরে যায়। সেই পরিশোধের কোন উপায় না পেয়ে নিজেই নিজেকে ছক কষে এবং বাড়িতে ফোন করে তার বাবার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে ২০ হাজার টাকা দাবি করে।

এদিকে ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে বলে, কোতয়ালি থানায় ২৫ মার্চ অভিযোগ দায়ের করেন মাঘপালার এক বস্ত্র ব্যবসায়ী। ওই ব্যবসায়ী জানান, ২০ হাজার টাকার মুক্তিপণ চেয়ে তাঁর কাছে ফোন আসে। প্রথমে ২০ হাজার টাকা দিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর আবারও টাকা চেয়ে ফোন এলে ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো হয়।

কোতয়ালি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ২৯ মার্চ কোচবিহার শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করে। পুলিশ জানায়, কোচবিহার কলেজের ওই ছাত্র বাড়ি থেকে উধাও হওয়ার পর শহরের বেশ কিছু হোটেলে থাকার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব না হওয়ায় বাইকে করে শিলিগুড়ি চলে যায়। ২৯মার্চ কোচবিহারে ফেরার পর মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্রাক করে ওই যুবককে ধরা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তদন্তকারী অফিসারদের চক্ষু চড়কগাছ। জানাগেছে আসলে কেউই ঐ যুবককে অপহরণ করেনি। আসলে সে নিজেই নিজের অপহরণের গল্প ফেঁদেছিলেন। অনলাইন জুয়ায় আসক্ত ওই যুবক গেমে প্রচুর টাকা হেরে যাওয়ায় বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে। সেই টাকা শোধ করার জন্যই সে অপহরণের গল্প ফাঁদে। সব মিলিয়ে ওই যুবকের ঠিক কত টাকা ঋণ হয়েছে তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছে।

২৫ বছর তিস্তাসেচ প্রকল্পের জল থেকে বঞ্চিত কৃষকরা

জলপাইগুড়ি: আজ আড়াই দশক পরেও বাস্তবায়িত হলনা তিস্তাসেচ প্রকল্প। সেচের পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও প্রায় ২০ হাজার কৃষক সেচের জল পাচ্ছে না। সেচের আওতায় আসছেনা তিন হাজার হেক্টর আবাদি জমি। ২৫ বছর পরেও তিস্তা ক্যানাল থেকে এক ফোঁটা জলও পাননি মন্ডলঘাট, খড়িয়া, নগর বেরুবাড়ি ও দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষিদের। এনিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার চাষিরা।

চাষিরা জানান, সেচের জল পেলে প্রায় তিনহাজার হেক্টর জমিতে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একফসলা জমি তিনফসলা হতে পারত। কিন্তু সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। এব্যাপারে সেচ দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিক অবশ্য বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই সেচের খাল নির্মাণের কাজ বন্ধ রয়েছে। বহু জায়গায় মামলা হয়েছে কিন্তু জমির সমস্যা মেটেনি।

মণ্ডলঘাট এলাকার ক্যানাল গুলি আগাছায় ভরে গেছে। ক্যানালে এক ফোঁটা জলও নেই। এলাকার চাষিরা বলেন, সেচের জল না পেয়ে বাধ্য হয়েই আমাদের চাষের কাজে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাঁরা বলেন, তিস্তা ক্যানাল থেকে জল পেলে এই এলাকায় বোরো ধানের চাষ ভালো হত। শুধু তাই নয় সেচের জল পেলে জমিতে তিনবার ফসল ফলানো যেত। জলের অভাবে আমরা একপ্রকার বাধ্য হচ্ছি একবারই চাষ করতে। কৃষক নেতা হরিভক্ত সর্দারের কথায়, তিস্তা ক্যানালের জল পেতে বিভিন্ন ফোরামে দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি।

যানজট কমাতে উদ্যোগ পৌরনিগমের

শিলিগুড়ি: শহরের যানজট কমাতে এবার শহরের ভিতরে বসতিপূর্ণ এলাকায় থাকা গুদাম এবং কারখানা সরানোর উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পৌরনিগম। ৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি পৌরনিগমে জেলা প্রশাসন,পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুন্নমবলম, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা, শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাও পাতিল সহ অন্যান্যরা।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌতম দেব বলেন, "যানজট শহরের একটা বড় সমস্যা। যানজট কমাতে বড় গাড়ি শহরের বাইরে দিয়ে পরিচালনা করানো হবে। টোটো ও অটোর সমস্যা মেটাতে তাদের সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। গ্রীন বেঞ্চের নিয়ম অনুযায়ী শহরের ভিতর থেকে খাটাল সরানো হবে।"

বকেয়া কর আদায় করতে নোটিশ পাঠাবে শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি: কয়েক কোটি টাকার পুর কর বাকি শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে বলার পরও কর মেটাতে অনেকেরই হেলদোল নেই। তাই কর আদায় এবার কর্তৃপক্ষকড়া হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নোটিশ পাঠানোর পরও কেউ যদি কর না মেটায় তবে তবে সংশ্লিষ্ট সেই বাড়ি বা ফ্ল্যাট মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বলাবাহুল্য, শিলিগুড়ি পুরনিগমের একমাত্র আয়ের উৎস হল কর আদায়। ইতিমধ্যে পুরনিগমের প্রতিটি বোরোকেও নিজস্ব আয় বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। পুর নিগমের নিজস্ব আয় না বাড়ানো হলে উন্নয়ণমূলক কাজকর্ম অনেকাংশেই থমকে যাবে। কারণ আয় না বাড়লে ছোট-বড় সমস্ত বিষয়েই রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হবে। সেই কারণেই আয় বাড়িয়ে স্বাবলম্বী হলে অনেক সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

অশোক ভট্টাচার্য বিগত বোর্ডে মেয়র থাকাকালীন পুরনিগমের নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য পুরকর আদায়ের চেষ্টা করলেও বাস্তবে ততোটা সফল হয়নি। ফলে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরনিগম অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু এবার তৃনমূল কংগ্রেস পুরনিগমের বোর্ড দখলের পরেই আয় বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে। মেয়র গৌতম দেব ইতিমধ্যে ব্যুরোগুলির আয় বৃদ্ধির ওপর যেমন জোড় দিয়েছেন তেমনি অপরদিকে কর আদায়ের ওপর জোর দেওয়া হবে বলে ঠিক করা

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উদ্যোগে চাপড়ামারিতে রেলগেটে ব্যানার ফ্ল্যাগ

নাগরাকাটা: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেলগেটে অটোমেটিক ব্যানার ফ্ল্যাগ লাগানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, জঙ্গল ঘেরা চাপড়ামারিতে ওই ব্যানার ফ্ল্যাগ বসিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে রেল। এই ব্যবস্থা আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোন রেলগেটে এই প্রথম। ডিভিশন ম্যানেজার দিলীপ কুমার সিং বলেন, এটি একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। যা দিনরাত সবসময়ই কার্যকরী। কেবিন থেকেই কর্মীরা রেলগেট সহ ওই ব্যানার ফ্ল্যাগেরও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। প্রয়োজনীয়তা বুঝে ধাপে ধাপে অন্য গেটেও এই ব্যবস্থা চালু করা হবে।

রেল দপ্তর সূত্রে জানাগেছে,

এই ব্যানার ফ্ল্যাগ হল আসলে লাল রঙের একটি ধাতব পাত। যা গেটের দুপাশে সমান্য দূরে লোহার পোল থেকে রেললাইনের ওপর আড়াআড়ি ভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। দেখলে মনে হবে যেন লাইনের ওপর দিয়ে যাতায়াত আটকে দেওয়া হয়েছে। রেলগেট খোলা-বন্ধের সঙ্গে এই ব্যানার ফ্ল্যাগের অবস্থান সম্পর্ক ঠিক উল্টো। যার অর্থ লেভেল ক্রসিংয়ে রেলগেট যদি খোলা হয় তবে ব্যানার ফ্ল্যাগ লাইনের ওপর চলে আসে। এছাড়া কোন সময় গেট খোলা অবস্থাতে ট্রেন চলে এলেও ওই ফ্ল্যাগ আগেই থেমে যাবে। অন্যদিকে গেট বন্ধ করা হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যানার ফ্ল্যাগটিও লাইনের ওপর থেকে সরে ভিতরের দিকে চলে যাবে। ক্লিয়ার লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন চলাচলে আর কোন সমস্যা থাকবেনা।

রেল কর্তারা জানাচ্ছেন, মূলত দুটি উদ্দেশ্যে রেলগেটে অটোমেটিক ব্যানার ফ্ল্যাগ লাগানো হচ্ছে। প্রথমত এই রেলগেটে হাতি, বাইসনের মত বুনোদের আনাগোনা নিত্য দিনের ঘটনা। রেলগেটে সিগন্যালের ব্যবস্থা না থাকায় গেট খোলা থাকা অবস্থায় লাইনের ওপর লাল কাপড় দেওয়া থাকত। ট্রেন আসার আগে গেট বন্ধ করার পর গেটম্যান ওই কাপড় সরিয়ে নিতেন। বিশেষ করে রাতের বেলায় কাছেপিঠে বুনো জন্তু থাকায় কেবিন থেকে বেরিয়ে কাপড় লাগানো বা সরানো গেটম্যানের কাছে ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এখন অটোমেটিক ফ্ল্যাগ থাকায় আর স্পটে গিয়ে লাল কাপড় সরানোর প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত লেভেল ক্রসিন-এর ওপর দিয়ে বাইক, গাড়ি চলাচলের সংখ্যার নিরিখে চাপরামারির গেটটি অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ।

সম্পাদকীয়

শ্রীলংকার অর্থনৈতিক সংকট এবং ভারতের অবস্থান

চরম অর্থনৈতিক সংকটে পরেছে শ্রীলংকা। এর ফলে সেখানে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক সংকটও। একই রকম সংকটে রয়েছে আমাদের আরও এক প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান। পাকিস্তানে সংকট ইমরান খানের সরকার বদল আর শ্রীলংকায় সংকট দেশে তীব্র আর্থিক সংকট ও খাদ্যভাব। এর মাঝে ভারত কোথায় দাড়িয়ে তা এক বড় প্রশ্ন। এর মধ্যে দেশের অর্থনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি এর সাথে ভারতের তুলনা না করলেও তিনি বলেন যে, "শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সংকট চলছে। সেখানকার মানুষ অর্থনৈতিক সংকটের ফলে কিভাবে আন্দোলনে নেমে পড়েছে তা দেখছে গোটা বিশ্ব। তবে আমাদের দেশের অর্থনীতি অবস্থা খুব একটা ভালো নয়"।

তবে এটাও অস্বীকার্য নয় যে ভারতেও প্রতিনিয়ত বাড়ছে জ্বালানী সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর দাম। তবে এর মধ্যেও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সঙ্কট এতটাই খারাপ যে, গত ২ বছরে শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৭০%-এর বেশি কমেছে। সেই কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানিতেও সমস্যায় পড়েছে। প্রতিনিয়ত শ্রীলঙ্কায় খাদ্য সহায়তা পাঠানো হচ্ছে। ২ এপ্রিল শ্রীলঙ্কায় ৪০,০০০ মেট্রিক টন ডিজেল পৌঁছে দিয়েছে এর সঙ্গে শ্রীলঙ্কাকে ৫০০ মিলিয়ন ইউএস অয়েল লাইন অফ ক্রেডিট (এলওসি) এর একটি অংশও বাড়িয়েছে। গত ৫০দিনে প্রায় ২০০,০০০ মেট্রিক টন জ্বালানি সরবরাহ করেছে শ্রীলংকায়।

ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ না হলে বেশ কয়েকটি রাজ্যের অবস্থাও শ্রীলংকার মতো হত মনে করছেন অনেকে। ভারতে যেসব রাজ্যে ঋণের বোঝা সবচেয়ে বেশি সেগুলি হল পঞ্জাব, দিল্লি, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। কারণ এই রাজ্যগুলিতে ফ্রি রাজনীতির চল সবচেয়ে বেশি। যার ফলে রাজ্যগুলিকে দিন দিন অতিরিক্ত ঋণ নিতে হচ্ছে এবং বেহাল হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা। এসব রুখতে সকারের যেমন সথক প্লিসি আনা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

খোঁজ - মনোজ পাইন

আমার আমিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না অথচ মানুষ আছে

চলাচল আছে।

বিদ্যাপতির রাধার মতো অভিসারিকা হলাম কই?

কীর্তন তো কবেই শেষ

পড়ে আছে চাঁদ জ্যোৎস্নার সামিয়ানা

বনপথে আমার নাম ধরে কেবলি ডেকে চলেছি

মনখারাপ

টানা বৃষ্টি পড়ছে জ্যোৎস্নার সামিয়ানা গলে।

প্রবন্ধ

জল সংরক্ষণ নিয়ে কিছু কথা

....অঙ্কনা সিংহ

''সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।।'' কবির মতো আমরা সবাই এই ধরাভূমিকে চিরসবুজ, সুফলা, কলরবে মুখরিত দেখতে চাই। কিন্তু তার যৌবনতাকে বজায় রাখার সুগঠিত প্রচেষ্টা করি না।

ভগবানের অপরূপ উপহার 'জল'। জলই জীবন। জল ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ কোনভাবেই সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর আদিম প্রাণ জলেই সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সব জীব জলের উপর নির্ভরশীল।

এ পৃথিবীতে তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। পাঁচ, পাঁচটি মহাসাগর, বেশ কয়েকটি সাগর-উপসাগর, অগণিত নদ-নদী, খাল-বিলের বিপুল জলরাশিভান্ডার থাকা সত্বেও, উন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষিকাজ ও পানীয়-জলের সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, ধীরে-ধীরে তা ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। আফ্রিকা, এশিয়ার মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলিও এর কবলে পড়ে এখন হাঁসফাঁস করছে। অনুন্নত দেশগুলিতে জলের হাহাকার লক্ষ্য করবার মতো।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষও এর ব্যাতিক্রম নয়। রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরুর মতো হাইটেক সিটিগুলিতে বিগত কয়েক বছর ধরে তীব্র জলকষ্ট দেখা দিচ্ছে। কোন কোন জায়গার মানুষরা নোংরা, দূষিত জল পর্যন্ত খেতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে পানীয় জল আনার জন্য ১০-১৫ কিমি পথ হেঁটে বা সাইকেলে করে, যাতায়াত করতে হচ্ছে। তার ফলে, যেমন বিভিন্ন জলবাহিত রোগ দেখা দিচ্ছে, তেমন মানুষের শ্রম ও সময় দুটোই নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় জলবাহিত রোগে, শত শত মানুষ মারাও যাচ্ছেন। আমাদের প্রাণের শহর কোলকাতাতেও জলের আকাল ধীরে ধীরে প্রকটমান।

ভূ-গর্ভস্থ জল সঞ্চয়ন, একটি খুব ধীরগতির সময়সাপেক্ষ প্রাকৃতিক ঘটনা। যা আদিমকাল থেকে পৃথিবীতে ঘটে আসছে। বৃষ্টির জল প্রাথমিকভাবে সাগর, নদী-নালা, পুকুর, খাল-বিলে জমা হয়। তারপর তা কঠিন শিলাস্তরের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে খুব ধীরে ধীরে ভূ-গর্ভের অনেক গভীরে সঞ্চিত হয়। এই কাজে বনভূমিও একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান আধুনিক সমাজে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য যথেচ্ছভাবে ডিপ-টিউবওয়েলয়ের সাহায্যে ভূ-গর্ভ থেকে দ্রুত হারে পানীয় জল নিষ্কাশন করা হচ্ছে। নির্বিচারে অরণ্যবিনাশের ফলে হচ্ছে, তাছারাও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে ভূ-গর্ভে জল-সৃঞ্চনের ভারসাম্য ব্যহত হচ্ছে।

পৃথিবীর মোট জলরাশির ৯৭% লবনাক্ত, ব্যবহারের অযোগ্য জল। বাকি ৩% এর ২.৯% আন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে হিমায়িত। বাকিটার কিছুটা অংশ পর্বতে, নদী-নালায় সঞ্চিত। এটা থেকে পরিষ্কার যে, আমরা সারা পৃথিবীর মানুষজন খুব অল্পপরিমান জলই ব্যবহারের কাজে লাগাতে পারি।

জল অপচয় রোধে ও সংরক্ষণে এখনই যথেষ্ট সুদৃঢ় পদক্ষেপ না নিলে আমরা একটা বিশাল বড় বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি । তার ফল কিন্তু ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভুগতে হবে। এটা ঘটলে, তারা কিন্তু আমাদের কোনোদিনও ক্ষমা করবে না। তাই যতটা সম্ভব জল অপচয় বন্ধ করতে হবে, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ থেকে শুরু করে, কল-কারখানা, চাষবাসের কাজ, সবেতেই বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে জল ব্যবহার করতে হবে।

সমুদ্রের লোনাজলকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার সুলভ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কার এখনো পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। যেটুকু হয়েছে, তা যথেষ্ট শক্তি আর ব্যয়সাপেক্ষ।

জল সংরক্ষণে এখনও আমাদের সবচেয়ে বড়ো ভরসা, 'বৃষ্টির জল'। তাই গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমান পুকুর, খাল-বিল, জলাশয় খনন ও সেগুলির রক্ষনাবেক্ষণ করতে হবে। শহরাঞ্চলের বাড়ীর ছাদগুলিকে, এই কাজে লাগাতে হবে। ঘরের ছাদে জলের ট্যাঙ্ক বসিয়ে বৃষ্টির জলকে ধরে রাখতে হবে। প্রচুর পরিমানে গাছপালাও লাগাতে হবে। নতুন নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে। এখন তো সরকারও এই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করছে। ২২মার্চ, বিশ্ব জল সংরক্ষণ দিবস। আমি মনেকরি, ওই একদিন জল সংরক্ষণ না করে, আসুন সবাই মিলে, বছরের ৩৬৫দিনই একটু একটু করে অনেকটা পরিমান জল সংরক্ষণ করি।

ভবিষ্যতে জল, পেট্রোলের মতো একটি মহার্ঘ বস্তুতে পরিণত হলে, তখন কিন্তু উন্নতদেশগুলির বলির পাঁঠা হতে হবে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল, অনুন্নত দেশগুলোর মানুষজনকে। ঠান্ডা-যুদ্ধের বলি হব আমাদের মতো সাধারণরাই।

তাই আসুন, সবাই একসুরে বলি,

. "জল ধরো, জল ভরো।
. জলের সহজ প্রাপ্তি, টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি।
. করি জল সংরক্ষণ, সুখী হোক আমাদের সবার জীবন।"

গল্প

অভিমান

....কৃষ্ণ দাস সেন

প্লেনে বসে চন্দার মনটা কখনো রাগে জ্বলে উঠছে, আবার কখনো দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হচ্ছে !তারই ফাঁক দিয়ে মনের মধ্যে একপাশে গুটিয়ে থাকা ভালোবাসার- কত আদরের স্মৃতি ফুলের মত সোহাগ বিছিয়ে দিচ্ছে। রাগ কষ্ট ভালোবাসার টুকরো টুকরো স্মৃতির ঢেউয়ে চন্দা অভির কাছ থেকে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অভি ছিল চন্দার ছোটবেলার বন্ধু । পাশাপাশি বাড়ি। একসঙ্গে খেলাধুলা করতে করতে স্কুলে যাওয়া, টিফিন ভাগ করে খাওয়া, খেলার সময় পার্টনার হওয়া, ক্রমে বেস্ট ফ্রেন্ড হওয়া দুজনে দুজনের । মজার কথা ক্লাসের যে কোনো পরীক্ষায় প্রথম ,দ্বিতীয় স্থানটা ওদেরই ছিল । তবে গোলাপের কাঁটার মতো একজন ছিল – সে তনিমা। সে কেবলই চেষ্টা করতো ওদের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরাতে । কিন্তু পারতো না । তবু অক্লান্ত চেষ্টা করে যেত । স্কুলের পরীক্ষার তৃতীয় স্থানে সে থাকত । ওই অবধি। এর বেশি কাছে যেতে পারতো না ।আসলে তনিমা অভিকে খুব পছন্দ করত, চন্দাকে সহ্য করতে পারত না। তনিমাকে নিয়ে চন্দা অভি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করত। কখনো চন্দা চোখ গোল গোল করে বলতো , 'অভি তুই যদি ওই মেয়েটার দিকে একটু ফিরেছিস ,তোকে আমি জানে মেরে দেব।' অভি কাল্পনিক ভয়ে শিউরে উঠত। 'তোকে দেখে এখনই আমার ভয় করছে রে চন্দু ! এমন রণং দেহি মূর্তি ধরিস না ! তোকে ছেড়ে কোথায় যাব ? বাপরে ! আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা ?' চন্দা হেসে ফেলতো। অভি কপট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো। পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জীবন এল। অভি চাকরি পেল একটা বিদেশী খুব বড় কোম্পানিতে । যথেষ্ট পরিমাণ টাকা । নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ অনেক । অভি লেগে পড়ল অফিসে নিজের উন্নতিতে। চন্দা একটা কলেজের অধ্যাপিকা হল ,সঙ্গে রিসার্চ করতে শুরু করল। একদিন অভি জানালো, ' জানিস চন্দু , একটা ঘটনা ঘটেছে । আমাদের অফিসে তনিমা ঢুকেছে আমারই ডিপার্টমেন্টে আমার জুনিয়র অফিসার হয়ে ।' চন্দা চমকে উঠল । 'তনিমা ? ও কি করে ওখানে গেল ?' 'তনিমার একাডেমিক রেজাল্ট তো ভালই ছিল । তার ওপর ইন্টারভিউতে টপার হলো । তাই ম্যানেজমেন্ট ওকে লুফে নিল। আমার অবশ্য সুবিধেই হয়েছে । ও হবে আমার জুনিয়র অফিসার । প্রয়োজনীয় কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারব।' চন্দা চুপ করে যায়। কথা বলে না । অভি চন্দাকে আদর করে, ' রাগ করলি পাগলি ? দূর তনিমাকে নিয়ে তোর ভয় কি ? এককালের স্কুল-কলেজের ক্লাসমেট এখন অফিস কলিগ এর বেশি কিছু নয়।' মাস চারেক কাটার পর অভি বলে, 'জানিস , ব্যাঙ্গালোরের অফিসে একটা ভার্চুয়াল কনফারেন্স ছিল । তনিমা তাতে বেশ ভালো বক্তব্য রাখল রে ।নিজের রিপোর্টগুলো বেশ গুছিয়ে প্লেস করল । সবাই খুব প্রশংসা করছিল ওর ।' 'আর তুই?' 'আমি ? আমি কি ?' একটু অবাক হয়ে অভি তাকায় চন্দার দিকে । অভি হো হো করে হেসে ওঠে। 'তুই সেই ক্ষেপিই রয়ে গেলি । আরে তোর কি ভয় ? তুই আছিস আমার এইখানে ?' বলে নিজের বুকের বাঁ দিকটা দেখায় । চন্দা শান্ত হয়। বলে, 'আমার ভয় করে জানিস !' 'না, ভয় পাস না । বিশ্বাস রাখ। দেখবি সব ভয় চলে যাবে । অভির দু'হাতের বাঁধনে চন্দা বলে, ' রাখি তো! তোকে ছাড়া আমি মরে যাব অভি !' অভি তার মুখে হাত চাপা দেয় । 'অমন কথা বলেনা চন্দু ! তাহলে আমার বেঁচে থাকা দায় হয়ে উঠবে ।' এইভাবে আশায় আশঙ্কায় ভালোবাসায় অভিমানে দিন কাটে দুজনের। চন্দা কষ্ট পায় বলে অভি আর তনিমার কথা তোলে না চন্দার কাছে। তাতেও চন্দার রাগ হয়ে যায় । ভুল বোঝে । একদিন তাই অভি বলে, 'এক কাজ করি চন্দু। আয় । আমরা বিয়ে করে ফেলি। তাহলে দেখবি সব সমস্যা মিটে যাবে।' চন্দা থমকে যায়। এই কথা তো চন্দা ভাবেনি। তাই 'পরে জানাবো 'বলে চন্দা উঠে পড়ে । ওর নিজের রিসার্চ পেপার কমপ্লিট হতে আরো চার-পাঁচ মাস সময় লাগবে। তার জন্য এখনই সংসারে জড়িয়ে পড়া ওর পক্ষে অসুবিধেজনক। সঙ্গে যে কথাটা তার মনে গভীর ভাবে দাগ কাটলো , আচ্ছা, বিয়ে করে সে তো বাড়িতেই থাকবে । অফিসের ঘটনা তো সে জানতে পারবে না । কেননা দিনের বেশিটা সময় তো ওরা একসঙ্গেই কাটায় । সেখানে চন্দার জায়গা কোথায় ? অভিকে ভুল বোঝা চন্দার শেষ হয় না, বরং বেড়েই চলে। বিশ্বাসের দাবি সন্দেহের কাছে মাথা নত করে। চন্দা বিয়ের কথা নাকচ করে দেয় । বলে, ' তুই এ অফিস ছেড়ে দে অভি। অন্য অফিসে জয়েন কর । তারপর আয়, আমরা বিয়ে করি ।' কিন্তু এই অফিসের এত সুযোগ এত ভালো স্যালারি ছেড়ে অভি অন্য অফিসে যেতে চায় না।

ভুল-বোঝাবুঝি চরমে ওঠে । অফিস ছাড়া না ছাড়ার জেদাজেদিতে অভি চন্দা দুজনে দুদিকে ছিটকে যায় । অভিমানে অন্ধ হয়ে একবার ভাবে চন্দা, যে সে আর বেঁচেই থাকবে না । তাতে অভি সারা জীবন কষ্ট পাক । কিন্তু সেটাতেও মন সায় দিল না। যে পৃথিবীতে অভি আছে সেই পৃথিবীতেই চন্দা থাকতে চায় । হোক না তা দূরে থেকে! তবু তারা দুজনেই থাকবে তো !

এদিকে চন্দার রিসার্চ সেন্টার থেকে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ এল এ সময়ে। আগেও একবার এসেছিল কিন্তু অভিকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি ।এখন দ্বিতীয়বার সেই সুযোগ আসাতে সে রাজি হয়ে গেল।

মাস দুয়েক হল চন্দা দেখা করে না অভির সঙ্গে ।অভি অনেক চেষ্টা করেও চন্দাকে ধরতে পারেনি। চন্দার কোনো সিদ্ধান্তই অভি জানতে পারল না। সে সম্পূর্ন অন্ধকারে থাকলো।

ফ্লাইটে ওঠার অল্প খানিক আগে চন্দা অভিকে জানালো তার বিদেশ যাওয়ার কথা, ফ্লাইট এর সময়ের কথা । চন্দার ফোন পেয়ে অভি স্থানুর মতো বসে থাকল । খানিকক্ষণ পর একটা প্লেনের গর্জনে সে আকুল হয়ে তাকালো ! তার সব সুখ শান্তি ভালোবাসা চলে গেল ওই "উড়ন্ত পাখি"টার সাথে। মনে মনে বলল, ' চন্দু ,এত অভিমান তোর? আমাকে তুই ছেড়ে চলে গেলি ? একটুও বুঝলিনা আমায় ? তোকে ছেড়ে এখন কি করে কাটাবো আমি?'

প্লেনে বসে চন্দা দু চোখ বন্ধ করলো । চোখের কোনে টলটল করতে থাকলো দু'ফোঁটা শিশির কনা !!

এরপর কেটে গেলো পুরো একটি বছর। তখন চন্দার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে সে ভারতে ফিরে যাবে অথবা এই বিদেশেই থেকে যাবে। সারাটা রাত ঘুম এলো না চন্দার। ভোররাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। একসময় অভির ফোন নাম্বারটা টিপে দেয়। শোনে রিংটোনের শব্দ। কানেকশন হলে খুব শান্ত গলায় একটা স্বর ভেসে এল মোবাইল থেকে, 'তুই কি আর ফিরবি না চন্দা?' চন্দা কথা বলতে পারে না । কেবল ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। 'পাগলি একটা ! শুধু শুধু একটা বছর কষ্ট দিলি আর কষ্ট পেলি। কোন মানে হয়? আমার আর কিছু বলার নেই রে ! তুই তো জানিস –

'রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে!'

অভি চুপ করে যায়। খানিকক্ষণ স্তব্ধতা। অভির কানে সুরের মতো ভেসে আসে , 'আমি যাচ্ছি!'

ম্যালেরিয়া ঠেকাতে ভারত-ভুটান যৌথ সহযোগিতা চায় স্বাস্থ্য দপ্তর

নাগরাকাটা: ম্যালেরিয়া ঠেকাতে ভারত-ভুটান দুই দেশের স্বাস্থ্য কর্তাদের মধ্যে সম্প্রতি অনলাইনে একটি বৈঠক হয়। ভুটানের স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং-এর স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। বলাবাহুল্য, সীমান্তবর্তী এলাকায় ম্যালেরিয়া দমনে ভারতের সাথে কাজ করতে চায় ভুটান। জলপইগুড়ির এক স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গেছে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ম্যালেরিয়ার অ্যানোফিলিস মশা নাশক ডিডিটি স্প্রে করা হলে সেই মশা প্রতিবেশী দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ভারত ও ভুটান দুই দেশের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। তাই ডিডিটি স্প্রে করার সময় যাতে দুই দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় একই সঙ্গে কাজটি করা যায় সেই ব্যাপারেই পরিকল্পনার কথা উঠে এসেছে। এছাড়া ক্রস বর্ডার এলাকায় ম্যালেরিয়া নিয়ে যৌথ ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তর জানিয়েছে, অনলাইন মারফত যে বৈঠক হয়েছে তা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা। কেন্দ্রের পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানাবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর আরও জানিয়েছে, বর্তমানে জলপাইগুড়িতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আগের থেকে কম হলেও মশা নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক কাজ চলছে। সম্প্রতি মেটেলি, নাগরাকাটা ও ধূপগুড়ি ব্লকের বেশ কয়েকটি স্থানে এক দফায় ডিডিটি স্প্রের কাজ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি নাগরকাটার লালঝামেলা বস্তিতে কালাজ্বর আক্রান্ত এক রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। সেখান থেকে ওই রোগের বাহক স্যান্ডফ্লাইও খুঁজে বের করেন জেলার পতঙ্গবিদ সহ অন্য স্বাস্থ্য কর্মীরা। এই লালঝামেলা বস্তি থেকে সামান্য দূরেই ভুটান। মশা, স্যান্ডফ্লাই বা অন্য যে কোনও ধরনের রোগবাহিত পতঙ্গ দমনে এই ধরনের সীমান্তে একসঙ্গে পতঙ্গনাশক স্প্রের কাজ হলে ইতিবাচক ফল মিলবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য কর্তারা।

কুনকির আক্রমণ রুখতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন হাতি বিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া

মাদারিহাট: ১ এপ্রিল থেকে চিলাপাতায় জলদাপাড়া বণ্যপ্রাণ বিভাগের মাহুত ও পাতাওয়ালাদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেবেন হাতি বিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া। চিলাপাতার রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিষয়ী জানান, মাহুত ও পাতাওয়ালা মিলিয়ে জলদাপাড়া বণ্যপ্রাণ বিভাগের মোট ২২জনকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে হাতির স্বাস্থ্য বিষয়ে পরিচ্ছা, তাদের খাওয়াদাওয়া, স্নান করানো ও স্বভাব সম্পর্কে অবগত করা এই সব ব্যাপারে শিবিরে হাতে কলমে শেখানো হবে। উল্লেখ্য, জলদাপাড়ায় যে ভাবে কুনকি হাতির আক্রমণে একের পর এক মাহুত ও পাতাওয়ালারা প্রাণ হারাচ্ছেন তাতে চিন্তিত বনকর্তারা। সেই জন্যই পার্বতী বড়ুয়াকে এনে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে বন দপ্তর।

২০১৬ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে কুনকির আক্রমণে ১১জন মাহুত ও পাতাওয়ালার প্রাণ গিয়েছে। তাই প্রশিক্ষণ পেলে হাতিদের কন্ট্রোল করতে সুবিধা হবে বলে মাহুতদের ধারণা। বনদপ্তর সূত্রের খবর ২০১৯ সালে শেষবার মাহুত ও পাতাওয়ালাদের নিয়ে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, গত ২৯ থেকে ৩১ মার্চ নীলপাড়া রেঞ্জে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

তদন্ত ভার সিবিআইএর হাতে যেতেই একাধিক গ্রেফতার

কলকাতা: এই মুহূর্তে রাজ্যে উত্তাল পরিস্থিতি রামপুরহাট কাণ্ডে। কলকাতা হাইকোর্ট রামপুরহাট কাণ্ডে রাজ্য সরকারের সিট সরিয়ে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছে সিবিআইকে। এই নির্দেশ আসার পরেই তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তদন্ত ভার হাতে নিয়েই এফআইআর দায়ের করে সিবিআই। পুলিশের অভিযোগের ভিত্তিতে মোট ১০টি ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছে তারা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ২২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

বগটুই হত্যাকাণ্ডে ধৃত তৃণমূল নেতা আনারুল হোসেন-সহ ১২ জনকে রামপুরহাট থানায় রাখা হয়েছে। এদিকে মোট ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এফআইআরে নাম থাকা আরও ৭০ জন এখনও পলাতক। আজ ১৫ সদস্যের সিবিআই আধিকারিক-সহ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের দল

রামপুরহাট কাণ্ড

রামপুরহাটে আসছে। দিল্লি থেকে সিবিআইয়ের ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে শুরু হবে বগটুই-কাণ্ডের কেন্দ্রীয় তদন্ত বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই ইতিমধ্যে বগটুই কাণ্ডে যে অভিযোগ দায়ের করেছে তাতে রয়েছে খুন, খুনের চেষ্টা, আগুন লাগিয়ে খুন এবং হিংসা ছড়ানো।

ঘটনার পরেই নিহতদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছিল যে, আনারুলের নেতৃত্বেই ঘরে আগুন লাগানো হয়, পুলিশকেও সে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গতকাল গ্রামে গিয়েছিলেন তখন তাঁকেও একই কথা বলে গ্রামবাসীরা। পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হয় আনারুল। গতকাল রামপুরহাট আদালত তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছে। যদিও আনারুল এখনও পর্যন্ত দাবি করছে যে সে নির্দোষ, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। যখন ঘটনা ঘটে তখন নাকি তিনি গ্রামে ছিলেন না, হাসপাতালে ছিলেন। এদিকে তাঁর অনুগামীদের আরও বিস্ফোরক দাবি। তারা বলছেন, অনুব্রত মণ্ডল ফাঁসিয়েছেন আনারুলকে। তিনি ভালো লোক।

হেরিটেজ কোচবিহারের প্রোমো ভিডিও প্রকাশ

কোচবিহার: কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়াম হলে ৪ এপ্রিল বিধবা ভাতা-সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে উপভোক্তাদের পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠান হল। একই সঙ্গে অনুষ্ঠান প্রকাশ করা হয় হেরিটেজ কোচবিহারের সাড়ে তিন মিনিটের একটি প্রোমো ভিডিও। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি, রাজবাড়ির অন্দরমহল, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, সাগরদিঘি, গোসানিমারি মন্দির, রসিকবিল মিনি-জু সহ কোচবিহারের উল্লেখ্যযোগ্য বিভিন্ন স্থান, নদী, প্রকৃতি, সংস্কৃতি, কোচবিহারের মাটির গান ভাওয়াইয়া সব কিছুই রয়েছে এই হেরিটেজ প্রোমো ভিডিওতে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী, গৌতম দেব, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায়, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান-সহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন তাঁর দপ্তরের নির্মীয়মাণ বিভিন্ন প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করেন। সাবিনা ইয়াসমিন বলেছেন, 'কোচবিহারে হেরিটেজের কাজ খুব সুন্দরভাবে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে নিজেই খুব সচেতন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরও খুব দ্রুতগতিতে কাজ করছে। এদিন বিধবা ভাতা, তফসিলি বন্ধু, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সরাসরি পরিষেবা পান ১৭১ জন উপভোক্তা'।

কুরুখ ভাষায় লিখে ইতিহাস অনুপার

আলিপুরদুয়ার: ২৪ মার্চ আলিপুরদুয়ার বই মেলায় এক প্রকার প্রায় নীরবেই রচিত হল ইতিহাস। ওরাঁও সম্প্রদায়ের ভাষা কুরুখে বই লিখে এই ইতিহাস গড়লেন অনুপাসিং কেরকেট্টা। উল্লেখ্য, ওরাঁও সম্প্রদায়ের ভাষা কুরুখে এমনিতে খুব একটা লেখালেখি হয় না। তাও যা লেখালেখি হয় তা ছেলেরাই করে থাকে। এবার পুরুষদের সেই একছত্র আধিপত্যে ভাগ বসালেন কোচবিহার জেলার চৌধুরীহাটের বাসিন্দা অনুপা। কুরুখ ভাষায় অনুপার লেখা "কুঁড়খাড় হি কৃষ্টি সংস্কৃতি" বইটি প্রকাশিত হয় আলিপুরদুয়ার বই মেলায়। আলিপুরদুয়ারের বুদ্ধিজীবী মহলেও তাঁর লেখা এই বইটি বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

অনুপার কাছে এই বই লেখাটা মোটেই সহজ ছিলনা। ক্লাস নাইনের পরই তাঁর পড়াশোনায় ইতি হয়ে যায়। তাই অনুপার কাছে বই লেখাটা মোটেই সহজ ছিলনা। বইটি লিখতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগেছে তাঁর। কোচবিহারের এক প্রকাশকের হাত ধরে বইটি মুদ্রিত হওয়ায় স্বভাবতই খুশি অনুপা। তিনি বলেন, বইটির মূল বিষয় হল ওরাঁও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পূজো, পদবি, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, সংস্কৃতি প্রভৃতি। বইটিতে ফাগুন পর্ব, সারহুল পর্ব, পাদ্দা পূজা, পান গাড়ি, বাইল পূজার মতো অনেক কিছুর বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কুরুখ ভাষার লিপি মূলত দেবনগরী হলেও অনুপার বই বাংলাতেই লেখা হয়েছে।

সব স্কুলেই নীল-সাদা পোশাক, প্রতিবাদ জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি: "রং কেবলই রং তো নয়-আমার স্কুলের পরিচয়, স্কুল পোশাকই পরিচয়-সেই পোশাকে গর্ব হয়, লাল ফিতে সাদা মোজা পালটে দেওয়া এতই সোজা" এমনই স্লোগান দিয়ে রাস্তায় নামলেন জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীরা। ৩ এপ্রিল জলপাইগুড়ির সমাজপাড়া থেকে 'প্রাক্তনী সম্মিলনী' সংগঠনের একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। রাজ্য সরকার সব স্কুলের পোশাক আকাশি নীল সাদা রঙের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার বিরুদ্ধে তাদের এই প্রতিবাদ বলে জানালেন অরাজনৈতিক এই সংগঠনের সদস্য সৌভিক কুণ্ডা।

তিনি বলেন, "রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সব স্কুলের একই রং-এর পোশাক হবে এ কারণেই আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিটি স্কুলের পোশাকের মাধ্যমে স্কুলের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের স্কুলের পোশাক আমাদের কাছে একটা আবেগ। তাই আমরা দলমত নির্বিশেষে পথে নেমেছি"। ২ এপ্রিল জেলার সমাজ পাড়ার আইএমএ ময়দান থেকে এই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলে জলপাইগুড়ি জেলা শহরের

বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয়।

উল্লেখ্য, গত মাসে নবান্নের তরফ থেকে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, এবার থেকে রাজ্যে সব স্কুলেই আকাশি নীল-সাদা পোশাক করা হবে। সরকারি স্কুল, সরকার পোষিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতেও ছাত্রছাত্রীদের জন্য একই রঙের পোশাক হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সেই সব পোশাক স্কুলে পৌঁছে দেবে সরকার।

উত্তরবঙ্গে আসছেন অমিত শাহ

কোচবিহার: এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জানা গিয়েছে, এই সফরে তিনবিঘা করিডর পরিদর্শনে যাবেন তিনি। বর্তমানে বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের অন্তর্গত ৬ নং ব্যাটেলিয়ন তিনবিঘা করিডরের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার এর ডিআইজি (জি) সঞ্জয় পন্থ বলেন, 'জলপাইগুড়ি সেক্টরের তিনবিঘা করিডরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আসবেন। তবে এখনও আমাদের কাছে তাঁর এই সফরের পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি ও তারিখ জানানো হয়নি। আমরা প্রস্তুত আছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য'।

বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের নিয়ন্ত্রাধীন অংশ হলেও কোচবিহারে জেলার অংশ তিনবিঘা করিডর। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতের তিনবিঘা করিডর দিয়ে যাতায়াতের সূচনা করেছিলেন ভারতের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রযুক্তি পার্ক সহ উত্তরবঙ্গে শিল্প তালুক গড়তে চায় রাজ্য

কলকাতা: উত্তরবঙ্গ সফর শেষে কলকাতা ফিরেই উত্তরবঙ্গের জন্য শিল্প তালুকের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। বিশেষ করে দার্জিলিং সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিল্প তালুক গড়ার ওপর জোড় দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তাই কলকাতা ফিরেই গাড়িধুরায় পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রযুক্তি পার্ক তৈরির কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এজন্য ইতিমধ্যে ১২ একর জমিও ঘোষণা করে ফেলেছে প্রশাসন। খুব শীঘ্রই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ কাজ শুরু হবে। এই পার্কে প্রায় ১০হাজার লোকের কর্ম সংস্থানের আশা প্রকাশ করেছে নবান্ন।

শুধু এই তথ্য প্রযুক্তি পার্কই নয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ার প্রস্তাব এসেছে রাজ্য সরকারের কাছে। এছাড়া ডাবগ্রামে সরকারের বেদখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধার করে মুখ্য মন্ত্রীর নির্দেশে সেখানে ক্ষুদ্র শিল্প পার্ক তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম। এখানে ৩০ হাজার জমিতে পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। প্রধানত চা, আসবাবপত্র, কাঠের বাসন ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট তৈরি হবে ডাবগ্রামের শিল্প তালুকে। এছাড়া মালদা ও কোচবিহারে বেসরকারি জমিতে দুটি শিল্প তালুক গড়ে তোলার প্রস্তাব আসার পর জমিও চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই সব শিল্প তালুক ও পাহাড়ে শিল্প সম্ভাবনার কথা আসন্ন শিল্প সম্মেলনে রাজ্য সরকার তুলে ধরবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি মাসেই অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলা গুলোতেও বিনিয়োগ টানতে উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলাবাহুল্য, রাজ্যে শিল্প মন্দা ও কর্মসংস্থানের বেহাল অবস্থা নিয়ে বরাবরই সরব বিজেপি। তাই প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে ২১ এপ্রিল বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করাতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য অনেক আগেই দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনার জন্য রাজ্যে গত দুই বছর শিল্প সম্মেলন হয়নি। তাই এবার কোনরকম খামতি রাখতে চাননা মুখ্যমন্ত্রী।

খাওয়ার পরই ঘুম নয়, সুস্থ থাকতে মেনে চলুন এই টিপসগুলি

দীর্ঘ দু'বছর গৃহবন্দি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম এসব কিন্তু প্রভাব ফেলেছে আমাদের মনেও। শরীর সুস্থ থাকলে তবেই কিন্তু কাজে একাগ্রতা বাড়বে। আজকাল সমাজে অনেক রকম রোগের প্রকোপ বেড়েছে। যার মধ্যে লাইফস্টাইল ডিজিজ কিন্তু সবচেয়ে বেশি। শরীর ও মন সুস্থ রাখতে কয়েকটি টিপস ফলো করতে পারেন-

ব্রেকফাস্ট কখনই এড়িয়ে যাবেন না। আর ব্রেকফাস্টে বাইরের খাবারও কিন্তু নয়। সব সময় বাড়ির তৈরি খাবার খান। খাবার যাতে ফ্রেশ হয় সেদিকেও নজর দিন। রোজকার রুটিনের অংশ হিসেবে পোহা, ইডলি, ধোসা, ডিম রাখুন রোজকার খাবারের তালিকায়। সেই সঙ্গে কোনও একটা মরশুমি ফল কিন্তু অবশ্যই খাবেন। এছাড়াও রোজ তিনটে করে ভিজিয়ে রাখা আমন্ড, আখরোট খান। দিনের শুরুতে একটা করে কলাও খেতে পারেন।

মিড-মিল ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের মধ্যবর্তী এই সময়টায় কোনও একটা মরশুমি ফল খান। বাইরের কোনও ফল খেতে হবে এমন কিন্তু একেবারেই নয়। বরং জোর দিন দেশি ফলের উপরেই। এখন জামরুল, শসা, পেয়ারা, সবেদা এসব বিভিন্ন ফল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে এসে যাবে আম, জাম, কাঁঠাল। এছাড়াও এখন পাওয়া যাচ্ছে বেল। বেলের শরবত, আমপোড়ার শরবত যে কোনও কোল্ড ড্রিংকের তুলনায় অনেক ভাল। সব সময় জোর দিন স্থানীয় ফলে। যে ফল সহজলভ্য। তাতেই কিন্তু সুস্থ থাকবে শরীর।

দেশি খাবারেই হোক দুপুরের আহার – ভাত বা রুটি যা খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে তাই কিন্তু রাখুন দুপুরের আহারে। এক বাটি ডাল, এক বাটি সবজির তরকারি, এক পিস মাছ/ মাংস, স্যালাড, টকদই, চাটনি/ আচার এই হল দুপুরের আহার। ভাত খান পরিমাণে। কখনই পেট ভর্তি করে খেয়ে নেবেন না। এছাড়াও ফল, গোটা শস্য, সবজি, দুধ এসবও কিন্তু অবশ্যই রাখবেন। দুপুরে ইচ্ছে হলে কোনও একটা মিষ্টি খেতে পারেন। এই খাবারেই আছে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন।

বিকেলের ঘুম- খাওয়ার পর ঘুম নয়। বরং দুপুরের খাবার খাওয়ার দু থেকে তিন ঘন্টা পর বিকেলে ২০ মিনিট ঘুমোনোর সুযোগ পেলে কিন্তু ভাল। বিকেলের এই ছোট্ট ঘুম হলে শরীর লাগবে ফ্রেশ, সেই সঙ্গে রাতে ঘুম আসবে তাড়াতাড়ি। এর ফলে শরীরের হরমোন ঠিকমতো কাজ করবে। সেই সঙ্গে কিন্তু মেদও করবে। যাঁদের হজমের সমস্যা রয়েছে, যাঁদের হার্টে সার্জারি হয়েছে, থাইরয়েড-PCOS এর সমস্যা রয়েছে, অ্যাসিডিটির সমস্যা রয়েছে, বা অনিদ্রা জনিত সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের জন্য এই ২০-৩০ মিনিটের ঘুম কিন্তু খুবই জরুরি।

রাতের খাবার- রাতের খাবার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। আর সেই সঙ্গে খাবার হোক হালকা-সহজপাচ্য। এতে শরীর ভাল থাকবে। যে খাবার খাওয়া আপনার অভ্যাস তাই খান। জোর করে কিছু পরিবর্তন করবেন না। অযথা, ভাত, রুটি ডায়েট থেকে বাদ দেবেন না। এতে কিন্তু শরীর সুস্থ থাকে।

নিয়মিত এক্সারসাইজ শরীর ও মন ভাল রাখে

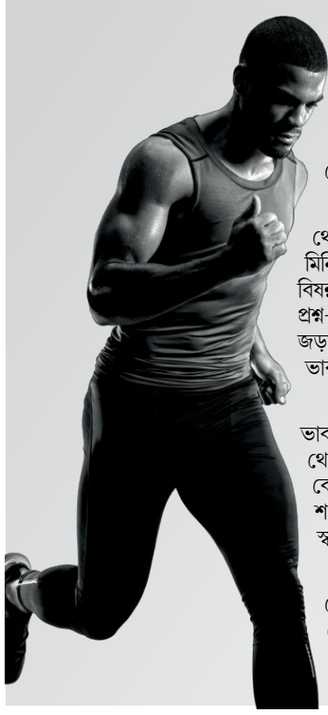

নিয়মিত ভাবে এক্সসারসাইজ করলে মন ভাল থাকে, সেই সঙ্গে শরীরের প্রয়োজনীয় সব হরমোনও কিন্তু ঠিকভাবে কাজ করে এটি সবাই বলে থাকে। তবে সম্প্রতি 'ফ্রন্টিয়ার্স ইন সাইকিয়াট্রি'- জার্নালে একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে রোজ নিয়ম মেনে যদি ৩০ মিনিট করে এক্সসারসাইজ করা যায় তাহলে বিষন্নতা থেকে দূরে থাকা যায়। এমনকী গবেষণায় এরকমও দেখা গিয়েছে যে যাঁরা নিয়মিত ভাবে এই ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করেন তাঁদের জীবন থেকে বিষন্নতা ৭৫ মিনিট কমে যায়। এই গবেষণার জন্য ৩০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। যাঁরা বেশ কিছুদিন ধরেই ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন।

প্রথম পর্বে তাঁদের ৩০ মিনিট সাইকেল চালানো এবং ২৫ মিনিট ওয়ার্ক আউটের পর বাকি থেরাপি দেওয়া হয়। বাকি পুরো গবেষণাই চলে ল্যাবরেটরিতে। এই ভাবে টানা এক সপ্তাহ ধরে মোট ৭৫ মিনিটের অনুশীলন করানো হয় তাঁদের। সেই সঙ্গে তাঁদের মনের বিষয়ে কিছু প্রশ্নও রাখা হয়। কেন তাঁরা বিষন্নতা বোধ করছেন তা জানতে চাওয়া হয়। এছাড়াও রোজকার সেশন পর্বের পর তাঁদের কাছে একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্বও রাখা হয়। আর সেখানকার তথ্য বিশ্লেষণ করেই দেখা গিয়েছে, প্রথমদিকে তাঁদের মধ্যে যতখানি জড়তা ছিল, ভয় ছিল, মনের মধ্যে ধোঁয়াশা ছিল পরবর্তীতে তা অনেকটাই কেটেছে। বরং তাঁরা নিজেরা চিন্তা ভাবনা করতে পারছেন। নিজেদের মত করে বিভিন্ন বিষয়ও বেছে নিতে পারছেন। মন থেকে খুশি থাকছেন।

যাঁরা নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করেছেন, সাইকেল চালিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিষন্নতার ভাব কমেছে। দিনের মধ্যে অন্তত ৭৫ মিনিট তাঁরা নিজের মত করে থাকতে পারছেন। আবার যাঁদের শুধুই থেরাপি দেওয়া হয়েছিল কোনও রকম এক্সসারসাইজ করেননি তাঁদের মধ্যে কিন্তু অ্যানহেডোনিয়ার স্তরে কোনও পরিবর্তন আসেনি। আর তাই সুস্থ থাকতে বার বার জোর দেওয়া হয়েছে শরীরচর্চায়। নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করলে শরীরের সব হরমোন যেমন ঠিক ভাবে কাজ করার সুযোগ পায় তেমনই কিন্তু একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়।

কিছু সময়ের জন্যে হলেও মন থাকে অন্যদিকে। আর তাই শারীরিক সমস্যার অনুভূতি তেমন ভাবে টের পাওয়া যায় না। তবে গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে দিনের মধ্যে হতাশা কখনও ৭৫ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না। কিন্তু সেই সময়ের ভাগ কমাতেই আমাদের আরও জোরদার এই এক্সসারসাইজ চালিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে প্রয়োজন গবেষণারও।

বি.দ্র.- প্রতিবেদনগুলি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য। বিস্তারিত জানার জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

রোবোটিক অ্যাসিস্টেড নী রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি

কলকাতা: আর্থ্রাইটিস হয়ত পুরোপুরি সারে না, কিন্তু নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি দীর্ঘকালের জন্য বেদনা থেকে মুক্তি দিতে পারে। যেসব রোগী আর্থ্রাইটিসের কারণে প্রচন্ড হাঁটুর ব্যথায় ভোগেন, রোবোটিক অ্যাসিস্টেড নী সার্জারি (আরটিকেআর) স্বল্পসময়ে তাদের বেদনা নাশ করে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রথাগত নী রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির সাফল্যের হার ৯০-৯৫ শতাংশ, কিন্তু রোবোটিক অ্যাসিস্টেড সার্জারির সাফল্যের হার ১০০ শতাংশ।

টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট (টিকেআর) প্রয়োজন এমন রোগীরা আরটিকেআর-এর উপযুক্ত। তাদের অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকরা প্রথমে 'লেস ইনভেসিভ ট্রিটমেন্ট' করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন: (১) নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগ (এনএসআইডি), (২) ওয়েট লস ও এক্সারসাইজ-সহ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, (৩) ইন্ট্রা-আর্টিকুলার শটস, (৪) ফিজিক্যাল থেরাপি ও (৫) নী ব্রেস। এইসব পদ্ধতিতে উপকৃত না হলে সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য টিকেআর প্রয়োজন হতে পারে।

প্রথাগত টিকেআর ইমপ্ল্যান্ট ২০-২৫ বছর স্থায়ী হতে পারে, এবং ৬০ বছরের নীচের রোগীদের জন্য তার পরামর্শ দেওয়া কঠিন। আরটিকেআর-এর মতো নতুন পদ্ধতি এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এরফলে আরও বেশিসংখ্যক তরুণ রোগীরাও সহজে টিকেআর করিয়ে নিজেদের কর্মজীবনে ফিরে যেতে পারেন।

আরটিকেআর সম্পর্কে একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা হল যে, সার্জারি করা হয় রোবটের মাধ্যমে। কিন্তু তা ঠিক নয়। সার্জারি করেন সার্জন এবং তাকে সহায়তা করে রোবোটিক আর্ম। সবকিছু পরিচালনা করেন সার্জন। অন্যভাবেও টেকনোলজির সাহায্য নেওয়া হয়, যার দ্বারা ইমপ্ল্যান্ট নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হয়। প্রথাগত টিকেআর-এর ক্ষেত্রে সার্জন রোগীকে ২ সপ্তাহ পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দেন, কিন্তু আরটিকেআর রোগীরা সেইদিনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যান।

আরটিকেআর পদ্ধতি অনেক উন্নতমানের। এক্ষেত্রে সার্জনরা নী রিপ্লেসমেন্টের জন্য প্রত্যেক রোগীর অ্যানাটমি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অতি উন্নত রোবোটিক ইনস্ট্রুমেন্টস রোগীদের দ্রুত সুস্থতার সহায়ক। তবে রোগীদের উচিত নী রিপ্লেসমেন্টের জন্য সঠিক অর্থোপেডিক সার্জন নির্বাচন করা, যিনি সাফল্যের সঙ্গে এধরণের প্রচুর সার্জারি সম্পন্ন করেছেন।

ট্রেন্ডস-এর নতুন স্টোর বড়গাছিয়ায়

বড়গাছিয়া: পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বড়গাছিয়া শহরে রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস' তাদের একটি নতুন স্টোর খুললো। বড়গাছিয়ায় ট্রেন্ডস-এর এই নতুন ও আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে। বড়গাছিয়ায় ট্রেন্ডস-এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও।

সমকালীন প্রবণতার ফ্যাশনকে সকলের কাছে সহজে গ্রহণীয় করে তুলতে ট্রেন্ডস এখন পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে। এর ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশন হিসেবে স্বীকৃত। বড়গাছিয়া শহরের গ্রাহকরা এখন তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে – আকর্ষক ও সাশ্রয়ী মূল্যে।

পকেট-সাইজ ৪জি রাউটার – ভি মাইফাই

শিলিগুড়ি: ভি ফ্যামিলি প্ল্যান ও ইন্ডিভিজুয়াল পোস্ট পেইড প্ল্যানের গ্রাহকদের জন্য ভারতের অগ্রণী টেলিকম ব্র্যান্ড ভি (Vi) লঞ্চ করল ভি মাইফাই (Vi MiFi)। এটি হল এক পকেট-সাইজড ৪জি রাউটার যা যেকোনও সময়ে একসঙ্গে একাধিক ডিভাইসের জন্য রিলায়েবল, হাই-স্পিড ও সিকিয়োর কানেক্টিভিটি প্রদান করে। দেশের ৬০টি শহরের নির্বাচিত ভি স্টোরসমূহে ভি মাইফাই পাওয়া যাবে।

ভি মাইফাই ১৫০ এমবিপিএস সুপারফাস্ট স্পিড দিতে পারে ও একসঙ্গে ১০টি পর্যন্ত ওয়াই-ফাই

ডিভাইসের (যেমন মোবাইল, স্মার্ট টিভি, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, সিসিটিভি, স্মার্ট স্পিকার ইত্যাদি) সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারে। হাই-স্পিড ও সিকিয়োর ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের কারণে ভি মাইফাই গ্রাহকদের কাছে খুবই উপযোগী বলে বিবেচ্য হবে। ছিমছাম গড়নের ও হালকা ওজনের ভি মাইফাই-এ রয়েছে ২৭০০এমএএইচ রিচার্জেবল ব্যাটারি যা বিনাবাধায় ৫ ঘন্টা অবধি কানেক্টিভিটি দিতে পারে – মাত্র একবারের চার্জেই।

গ্রাহকরা মাত্র ২০০০ টাকা মূল্যের ভি মাইফাই ডিভাইস কিনতে পারেন ভি ফ্যামিলি পোস্টপেইড প্ল্যানের সঙ্গে অ্যাড-অন কানেকশন হিসেবে। এক্ষেত্রে সকল নম্বরের জন্য মাত্র একটি বিল হবে। ভি মাইফাই ৩৯৯ টাকা থেকে শুরু ইন্ডিভিজুয়াল পোস্টপেইড প্ল্যানের সঙ্গেও পাওয়া যাবে।

গ্যাস-ও-ফাস্ট-এর আঞ্চলিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর

কলকাতা: গ্যাস-ও-ফাস্ট রোপসের পক্ষ থেকে পুণরায় বাংলার আঞ্চলিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হল অভিনেতা বিশ্বনাথ বসুকে। এই গ্যাস-ও-ফাস্ট হল ম্যানকাইন্ড ফার্মা হাউজের একটি আয়ুর্বেদিক অ্যান্টাসিড ব্র্যান্ড। ব্র্যান্ড এবং বিখ্যাত অভিনেতা তাদের অ্যাসোসিয়েশন অব্যাহত রেখে একটি নতুন টিভিসি চালু করবে যা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে উন্মোচন করা হবে। উল্লেখ্য পূর্ব ভারতের বাজারে পসার জমাতেই গ্যাস-ও-ফাস্টের এই উদ্যোগ।

বাংলার গ্রাহকদের সাথে সরাসরি সংযোগ তৈরির মাধ্যমে "ইন্ডিয়া কে অ্যাসিডিটি কা ইন্ডিয়ান সলিউশন" প্রদান। যাতে একটি বৃহত্তর বাজারের শেয়ার দখল করা যায়। এই কথা মাথায় রেখেই বিশ্বনাথ বসুকে আঞ্চলিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত করেছে গ্যাস-ও-ফাস্ট।

ম্যানকাইন্ড ফার্মার সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং-এর জেনারেল ম্যানেজার জয় চ্যাটার্জি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, যে কোনো বিষয়বস্তু দর্শকদের কাছে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় চিত্রিত হলে তারা তা ভালোভাবে গ্রহণ করে। তাই আঞ্চলিক অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বিশ্বনাথ বসুকে সিলেক্ট করা হয়েছে।

কির্লোস্কারের উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন কম ভোল্টেজ ইলেকট্রিক মোটর

কলকাতা: নতুন পণ্য এবং পরিষেবার মাধ্যমে সর্বদাই গ্রাহকদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কির্লোস্কার অয়েল ইঞ্জিনস লিমিটেড (কেওইএল)। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার কেওইএল লঞ্চ করল উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন কম ভোল্টেজ ইলেকট্রিক মোটর। যা সমস্ত শিল্পের অ্যাপ্লিকেশন মেশিনকে শক্তি প্রদান করবে।

উচ্চ-শ্রেণীর কর্মক্ষমতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে কেওইএল-র এই মোটরগুলি উচ্চ-গ্রেডের তামার তার দিয়ে তৈরি। শুধু তাই নয় এটি বিআইএস-অনুমোদিত এবং এনএবিএএল-স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত। প্রত্যাশিত কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে কির্লোস্কর অয়েল ইঞ্জিন ইলেকট্রিক মোটরস বাজারে একটি দুর্দান্ত প্রবেশ করেছে। উল্লেখ্য, এই মোটর রেঞ্জ চালু করার মাধ্যমে, কির্লোস্কার অয়েল তার ইঞ্জিনস গ্রুপের উদ্ভাবনী পণ্য সরবরাহের উদ্যোগকে সমর্থন করে, যা তার সীমাহীন ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কির্লোস্কার অয়েল ইঞ্জিনস লিমিটেডের ডিরেক্টর মিস গৌরী কির্লোস্কর বলেন, ইলেকট্রিক মোটরস-এর এই পদক্ষেপ এই বিভাগেও আমাদের উপস্থিতি বাড়াবে।

আপস্টক্স-এর বিনিয়োগ সংক্রান্ত মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেন

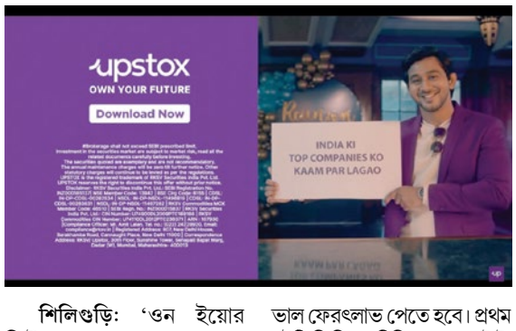

শিলিগুড়ি: 'ওন ইয়োর ফিউচার' - ভারতের বৃহত্তম ইনভেস্টমেন্ট প্লাটফর্ম 'আপস্টক্স' তাদের এই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ২০২২ ক্যাম্পেন শুরু করল। এই মাল্টিমিডিয়া মার্কেটিং ক্যাম্পেনের কমার্সিয়াল চলবে টেলিভিশন, ডিজিটাল ও সোস্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

আপস্টক্সের এই ক্যাম্পেনের লক্ষ্য হল, তরুণ বিনিয়োগকারীদের ইকুইটি মার্কেটে যোগ দিতে, বিচক্ষণতার সঙ্গে বিনিয়োগ করতে ও সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধিশীল সম্পদ সংগ্রহ করতে উৎসাহ প্রদান করা এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আত্মস্থ করতে সাহায্য করা। এই ক্যাম্পেনে রয়েছে একটি ভিডিয়োর সিরিজ যেগুলিতে বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সঠিক কোম্পানি নির্বাচন করে সেগুলির শেয়ারহোল্ডার হতে হবে এবং ভাল ফেরৎলাভ পেতে হবে। প্রথম দুইটি ভিডিয়ো রিলিজ হয়েছে টাটা আইপিএল ২০২২ লঞ্চের সময়ে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে ক্রিকেট লিগ শুরু হওয়ার সময় থেকে প্রথম ব্রোকিং সংস্থা হিসেবে আপস্টক্স আইপিএল-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে এই কোম্পানির গ্রাহকের সংখ্যা ৯ মিলিয়নেরও বেশি।

'ওন ইয়োর ফিউচার' ক্যাম্পেন আরও বেশিসংখ্যক ভারতীয়দের ইকুইটি মার্কেটে যোগ দিতে ও আপস্টক্সের মাধ্যমে তাদের সঠিক 'ইনভেস্টমেন্ট চয়েস' স্থির করতে উৎসাহিত করবে বলে জানালেন আপস্টক্স-এর কো-ফাউন্ডার কবিতা সুব্রহ্মানিয়ান। তিনি বলেন, আইপিএল যেভাবে ক্রিকেটের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছে, তেমনই আপস্টক্স গ্রাহকদের জন্য ইনভেস্টমেন্টের নতুন সংজ্ঞা সৃষ্টি করবে।

রিয়েল এস্টেট ব্যবসার প্ল্যাটফর্ম আইএসআইআর

কলকাতা: রিয়েল এস্টেট কনসালটেন্সি ফার্ম ইন্ডিয়া সোথবি'স ইন্টারন্যাশনাল রিয়েলটি (আইএসআইআর) আজ সিআরই ম্যাট্রিক্সে একটি কৌশলগত বিনিয়োগ ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, এই আইএসআইআর হল আবাসিক এবং বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেটের জন্য একটি গভীর বিশ্লেষণী প্ল্যাটফর্ম। যা সিআরই ম্যাট্রিক্সে বিনিয়োগের মাধ্যমে তার প্রপ-টেক নেতৃত্বাধীন অফারকে আরও গভীর করবে।

আইএসআইআর হল ভারতের শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে স্বচ্ছতা এবং পেশাদারিত্বের একটি শক্তিশালী প্রত্যাহার মূল্য। সিআরই ম্যাট্রিক্সের জন্য ইন্ডিয়া সোথেবি'স রিয়েল এস্টেটের বিনিয়োগের এই বিনিয়োগ শুধুমাত্র আর্থিক সীমার বাইরে। বলাবাহুল্য, আইএসআইআর সিআরই ম্যাট্রিক্সের বিশাল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস অভিজ্ঞতা পণ্যের উন্নয়নে মূল্যবান ইনপুট এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে।

সিআরই ম্যাট্রিক্সের সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা কিরণ গুপ্ত বলেন, দুটি ব্র্যান্ড একত্রে ভারতীয় ক্রেতাসহ প্রপটেক ইকো-সিস্টেমের মধ্যে প্রতিটি এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারের জন্য অনেকগুলি নতুন সিস্টেম, পণ্য, পরিষেবা তৈরি করবে।

অ্যাপোলো হসপিটালসের ডাঃ অজয় নরসিংহন শিলিগুড়িতে

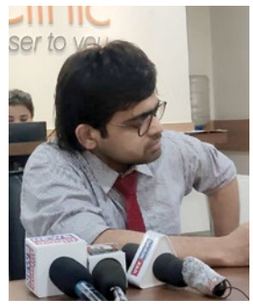

শিলিগুড়ি: বিগত কয়েক বছরে শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত দুই বছর কোভিডের কারণে এব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতাও যথেষ্ট বেড়েছে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা বা রোগ অনেক রকম, আর সেগুলি সার্জারির মাধ্যমে সারিয়ে তোলাও সম্ভব। ব্রঙ্কাইক্টাসিস (bronchiectasis), অ্যাস্পারগিলোমা (aspergilloma), মিউকরমাইকোসিস (aspergilloma) বা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, 'টিউমার ইন চেস্ট' এবং লাং ক্যান্সার সাফল্যের সঙ্গে নিরাময় করা যায় থোরাসিক সার্জারির দ্বারা। পূর্বে এইসব সার্জারি করা হত 'ওপেন থোরাকটোমি'র মাধ্যমে কিন্তু এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব সার্জারি করা হয় ভিডিয়ো অ্যাসিস্টেড থোরাকস্কোপিক সার্জারির (কি-হোল সার্জারি) মাধ্যমে।

অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইয়ের কনসাল্টেন্ট থোরাসিক সার্জন ডাঃ অজয় নরসিংহন (এমএস, এমসিএইচ-কার্ডিয়ো থোরাসিক সার্জারি) কি-হোল থোরাসিক সার্জারির ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ থোরাসিক সার্জন। ডাঃ নরসিংহন ২৬ ও ২৭ মার্চ যথাক্রমে শিলিগুড়ি ও কলকাতায় থাকবেন। এই অঞ্চলের রোগীরা থোরাসিক সার্জারির জন্য তাঁর পরামর্শ নিয়ে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

আর্থিক জালিয়াতি রুখতে বাজাজ ফিনসার্ভের ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি: গ্রাহক ও সাধারন মানুষকে বিভিন্ন ধরণের আর্থিক প্রতারণা থেকে সাবধান থাকার জন্য সচেতন করার লক্ষ্যে ভারতের অন্যতম বৃহৎ আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বাজাজ ফিনসার্ভ লিমিটেড শুরু করল 'সাবধান রহিয়ে সেফ রহিয়ে' ডিজিটাল ক্যাম্পেন। এই ক্যাম্পেনের প্রধান উদ্দেশ্য হল জেনারেল ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত জালিয়াতি থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুরক্ষিত রাখা।

'সাবধান রহিয়ে সেফ রহিয়ে' ক্যাম্পেনের তৃতীয় পর্যায় চলছে বাজাজ ফিনসার্ভ লিমিটেড ও বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সকল সোস্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে। পলিসিহোল্ডারদের কোম্পানির তরফে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন পলিসি বিষয়ক তথ্য যাচাই করতে এবং কি করা উচিত বা উচিত নয় তা জানতে নিকটবর্তী শাখায় যান বা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (https://www.bajajallianz.com/general-insurance.html) ভিজিট করেন। এছাড়াও, বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে কিছু সেফটি টিপস ও গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে যাতে যে কোনো ধরণের আর্থিক প্রতারণা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 'সাবধান রহিয়ে সেফ রহিয়ে' ক্যাম্পেনের মাধ্যমে কোম্পানি যে পরামর্শ দিচ্ছে তা হল - গ্রাহকরা যেন সবসময়ে তাদের যাবতীয় তথ্য, অর্থ ও ইন্স্যুরেন্স পলিসি সুরক্ষিত রাখার জন্য যথেষ্ট সতর্ক থাকেন।

'ভি ফ্যান অফ দ্য ম্যাচ' কনটেস্ট

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী টেলিকম ব্র্যান্ড ভি তাদের ক্রিকেট উৎসাহী গ্রাহকদের জন্য লঞ্চ করল এক আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় গ্রাহকরা নানারকম পুরস্কার জেতার সুযোগ পাবেন। এবছর, ভি আবার নিয়ে এসেছে 'ভি ফ্যান অফ দ্য ম্যাচ' (Vi Fan of the Match) কনটেস্ট, যা চলবে ম্যাচ ব্রেকের সময়ে, আর দেবে চমকপ্রদ পুরস্কার জেতার সুযোগ।

প্রতি ম্যাচ ব্রেকের সময়ে ভি গ্রাহকরা 'ভি ফ্যান অফ দ্য ম্যাচ' খেলতে পারবেন ভি ফেসবুক পেজ, ভি ইনস্টাগ্রাম পেজ ও টুইটার পেজে। লাইভ ম্যাচের বিষয়ে তাদের কয়েকটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক ম্যাচে মোট ২০টি পর্যন্ত প্রশ্ন থাকবে। প্রতিদিন ম্যাচের শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে আইফোন ও ২০টি ভাউচার। এছাড়া প্রতিদিনের বিজয়ীর নাম ও ফটো থাকবে ভি সোস্যাল মিডিয়া পেজে। এইজন্য, ভি গ্রাহকদের জন্য এবারের টি-২০ ক্রিকেট সিজন হয়ে উঠেছে এক উইন-উইন ডিল।

ভি গ্রাহকরা ডিজনি+ হটস্টার রিচার্জ প্যাক ব্যবহার করে ডিজনি+ হটস্টারে বিনামূল্যে খেলা দেখতে পারবেন, এবং সেইসঙ্গে প্রতি ম্যাচের দিন 'ভি ফ্যান অফ দ্য ম্যাচ' গেমে অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতে নিতে পারবেন।

নিরোগস্ট্রিটের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা: ভারতের প্রথম ও বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল প্রযুক্তি-চালিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের প্লাটফর্ম 'নিরোগস্ট্রিট' (Nirog-Street) ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে তাদের 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং', 'কমিউনিটি বিল্ডিং' ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রসারের জন্য প্রশংসা অর্জন করে চলেছে। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে নিরোগস্ট্রিটের কর্মধারার প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ৬ বছর আগে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের বাজার ছিল প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকার। বর্তমানে যোগা ও আয়ুর্বেদের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পাওয়ায় তার পরিমাণ সারা বিশ্বে বেড়ে হয়েছে ১,৪০,০০০ কোটি টাকা। তিনি উল্লেখ করেন কিভাবে নিরোগস্ট্রিটের প্রযুক্তি-চালিত আয়ুর্বেদা হেলথকেয়ার ইকোসিস্টেম বিশ্বের সর্বত্র আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের প্রত্যক্ষভাবে সাধারন মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করে চলেছে এবং ৫০,০০০-এরও বেশি চিকিৎসক এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে নিরোগস্ট্রিটের সপ্রশংস উল্লেখ থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন নিরোগস্ট্রিটের ফাউন্ডার ও সিইও রাম এন কুমার। অন্যদিকে বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী বিজনেস স্কুল ইনসিড (INSEAD) সম্প্রতি নিরোগস্ট্রিটের ওপর একটি 'কেস স্টাডি'র আয়োজন করেছিল। ওই অধিবেশনে রাম এন কুমার উপস্থিত ছিলেন। এই প্রথম ইনসিডের মতো একটি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমন একটি কোম্পানির ওপর 'কেস স্টাডি প্রেজেন্টেশন'-এর ব্যবস্থা করেছিল যারা আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে।

ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার পাণীয় - ইভোকাস ব্ল্যাক

কলকাতা: ব্ল্যাক অ্যালকালাইন ওয়াটারে উচ্চমাত্রার পিএইচ (৮+) ও ৭০টিরও বেশি মিনারেল থাকে, যেগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। বিখ্যাত ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার মতো সেলিব্রিটিরা ইভোকাস ব্ল্যাক অ্যালাকালাইন ওয়াটার পান করেন। তাঁর মতে, এটা এক স্বাস্থ্যকর পাণীয় এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শরীরের সুস্থতার প্রতি নজর রাখার পক্ষে উপযোগী।

ব্ল্যাক মিনারেল ওয়াটারে পিএইচ ৮ থেকে ৮.৪ এবং ৭০টিরও বেশি মিনারেল থাকে। এগুলি শরীরকে 'লেস অ্যাসিডিক', 'ওয়েল হাইড্রেটেড' ও 'ডিটক্সড' রাখে, ফলে সার্বিকভাবে শরীরের পক্ষে ভাল। কিন্তু সাধারন জলের পিএইচ হল ৭ এবং মিনারেল শূন্য। ইদানীং আরও বেশি সংখ্যায় সেলিব্রিটিরা এই 'স্বাস্থ্যসম্মত জলের' দিকে ঝুঁকছেন, তাই অনেকে মনে করেন শীঘ্রই 'ব্ল্যাক অ্যালকালাইন ওয়াটার' হয়ে উঠবে পাণীয় জলের ক্ষেত্রে 'নিউ নর্মাল'। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, হেলথকার্ট ও কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.drinkevocus.com) থেকে ইভোকাস ব্ল্যাক অ্যালাকালাইন ওয়াটার পাওয়া যাচ্ছে ৫০০এমএল-এর বোতল পিছু ১০০ টাকা মূল্যে।

অ্যামাজন সম্ভব হতে চলেছে ১৮-১৯ মে

শিলিগুড়ি: চলতি বছরের ১৮ ও ১৯ মে অনুষ্ঠিত হবে অ্যামাজন ইন্ডিয়ার তৃতীয় 'অ্যামাজন সম্ভব'। অ্যামাজন সম্ভব ২০২২-এর জন্য রেজিস্ট্রেশন (amazon.in/smbhav) শুরু হয়ে গেছে।

দুইদিনের এই ভার্চুয়াল মেগা সামিটে অংশ নেবেন পলিসি মেকার্স, এমিনেন্ট ইন্ডাস্ট্রি লিডার্স, সলিউশন প্রোভাইডার্স, স্টার্ট-আপস ও অ্যামাজন লিডারশিপ। তাদের আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসবে অসংখ্য 'স্মল লোকাল স্টোর্স' ও ব্যবসায়িক সংস্থায় ডিজিটাইজেশন কার্যকর করা ও তাদের ইকোনমিক প্রোগ্রেসের জন্য সম্ভাব্য উচ্চক্ষমতার টেকনোলজি ব্যবহারের সেরা পদ্ধতিগত কৌশলসমূহ। সামিটে থাকবে বিভিন্ন শিল্পে 'টেকনোলজি অ্যাডপশন'-এর জন্য 'কি-নোটস', প্যানেল ডিসকাসন, মাস্টার ক্লাস, ইত্যাদি। প্রতিবছর অ্যামাজন সম্ভবে থাকে বার্ষিক 'অ্যামাজন সম্ভব অ্যাওয়ার্ডস' যার দ্বারা 'বিজনেসেস', 'ইনোভেটর্স' ও 'ইন্ডিভিজুয়ালস'-দের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় - যারা তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করতে পেরেছেন এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়তে অবদান রাখতে পেরেছেন। নতুন ধরণের ব্যবসার দিশা দেখাতে যারা সক্ষম হয়েছে তাদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এবছর সম্ভব অ্যাওয়ার্ডে ১৫ প্রকারের ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে।

ছয় মাসের মধ্যে দাম বাড়বে আবাসিক সম্পত্তির

কলকাতা: চলতি বছরে ৩,০০০এরও বেশি লোকের ওপর Housing.com এবং এনএআরইডিসিও-এর যৌথ সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ইনপুট খরচ বৃদ্ধির কারণে আগামী ছয় মাসে আবাসিক সম্পত্তির দাম বাড়তে পারে। উল্লেখ্য, Housing.com হল ভারতের নেতৃস্থানীয় ফুল স্ট্যাক ডিজিটাল রিয়েল এস্টেট প্ল্যাটফর্ম।

মহামারীর কারণে সামগ্রিক রিয়েল এস্টেট সেক্টর বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আর এই সমস্যা থেকে রিয়েল এস্টেট সেক্টরকে সমস্যা মুক্ত করার জন্য কতগুলি পরামর্শ দিয়েছে এনএআরইডিসিও। এটি হল একটি নেতৃস্থানীয় শিল্প সংস্থা। এই সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী সরকারকে হাউজিং লোনের সুদের হারের উপর কর রেয়াত বাড়ানো উচিত, নির্মাণ সামগ্রীর উপর পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কমানো উচিত, ছোট বিকাশকারীদের ঋণের প্রাপ্যতা প্রসারিত করা উচিত এবং আবাসনের চাহিদা বাড়াতে স্ট্যাম্প শুল্ক কমানো উচিত।

এনএআরইডিসিও প্রেসিডেন্ট রাজন বন্দেলকর বলেন, সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ রিয়েল এস্টেট কিনতে আগ্রহী। যা ভারতীয় অর্থনীতির জন্য সুখবর।

আপনা, এনগুরু ও পরীক্ষা'র সঙ্গে পার্টনারশিপে 'ভি'

শিলিগুড়ি: কর্মজীবনে সাফল্যের জন্য দরকার মনের মতো কাজ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা। ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর 'ভি' দেশের যুবসমাজের স্বার্থে একগুচ্ছ অফার নিয়ে এসেছে। এর উদ্দেশ্য তাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা, কর্মযোগ্যতা বৃদ্ধি করা ও সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করা।

গ্রাহকদের আশা পূরণ করার দিকে নজর রেখে 'ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন' ভারতের বৃহত্তম কর্মসন্ধানের প্লাটফর্ম 'আপনা', অগ্রণী ইংরেজি শিক্ষার প্লাটফর্ম 'এনগুরু' ও সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতির প্লাটফর্ম 'পরীক্ষা'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভি অ্যাপের 'ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন' হল যুবসমাজের জন্য চাকরি সন্ধান করা, স্পোকেন ইংলিশে দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও সরকারি চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য এক 'ওয়ান স্টপ সলিউশন' যা তাদের কর্মজীবনের স্বপ্নকে সফল করবে। এপ্রসঙ্গে ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের সিএমও অবনীশ খোসলা বলেন, আপনা, এনগুরু ও পরীক্ষার সঙ্গে 'ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন'-এর পার্টনারশিপ ভি গ্রাহকদের কর্মজীবনের আশা পূরণে সহায়ক হবে।

বেদনা মুক্তির জন্য রোবোটিক অ্যাসিস্টেড নী রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি

কলকাতা: আর্থ্রাইটিস থেকে পুরোপুরি মুক্তি না পেলেও নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে দীর্ঘকালের জন্য বেদনা দূর হতে পারে। রোগী আর্থ্রাইটিসের কারণে প্রচন্ড হাঁটুর ব্যথায় ভোগেন এমন রোগীরা রোবোটিক অ্যাসিস্টেড নী সার্জারির (আরটিকেআর) দ্বারা স্বল্পসময়ে বেদনামুক্ত হতে পারেন। এই সার্জারির সুফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইয়ের সিনিয়র কনসাল্টেন্ট অর্থোপেডিক সার্জন ও রোবোটিক নী রিপ্লেসমেন্ট সার্জন ডাঃ মদন মোহণ রেড্ডি জানান, চিরাচরিত নী রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির সাফল্যের হার ৯০-৯৫ শতাংশ, কিন্তু রোবোটিক অ্যাসিস্টেড সার্জারিতে ১০০ শতাংশ সাফল্য মেলে।

ডা রেড্ডির মতে, টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট (টিকেআর) যাদের দরকার, তারা আরটিকেআর-এর উপযুক্ত। এইসব রোগীদের অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকরা প্রথমে 'লেস ইনভেসিভ ট্রিটমেন্ট' করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন - যেমন, নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগ (এনএসআইডি), ওয়েট লস ও এক্সারসাইজ-সহ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, ইন্ট্রা-আর্টিকুলার শটস, ফিজিক্যাল থেরাপি ও নী ব্রেস। এসবে কাজ না হলে টিকেআর প্রয়োজন হতে পারে। প্রথাগত টিকেআর ইমপ্ল্যান্ট ২০-২৫ বছর স্থায়ী হতে পারে, এবং ৬০ বছরের নীচের রোগীদের জন্য তার পরামর্শ দেওয়া অসুবিধাজনক। আরটিকেআর-এর মতো নতুন পদ্ধতিতে এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। এখন আরও বেশিসংখ্যায় তরুণ রোগীরা টিকেআর করিয়ে নিজেদের কর্মজীবনে ফিরে যেতে সক্ষম বলে জানালেন তিনি।

ডাঃ রেড্ডি জানান, একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা হল যে, আরটিকেআর-এর ক্ষেত্রে সার্জারি রোবটের মাধ্যমে করা হয়, যদিও তা ঠিক নয়। সার্জন নিজেই সার্জারি করেন, আর তাকে সহায়তা করে রোবোটিক আর্ম। সবকিছু পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন সংশ্লিষ্ট সার্জন। অন্যভাবেও টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে নিখুঁতভাবে ইমপ্ল্যান্ট সম্পন্ন করা হয়। চিরাচরিত টিকেআর-এর ক্ষেত্রে সার্জন রোগীকে দুই সপ্তাহ পর স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অনুমতি দেন, কিন্তু আরটিকেআর রোগীরা একইদিনে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরতে পারেন বলে জানান তিনি।

আরটিকেআর পদ্ধতি অনেক উন্নতমানের। তবে রোগীদের উচিত নী রিপ্লেসমেন্টের জন্য

সঠিক অর্থোপেডিক সার্জন নির্বাচন করা, যিনি সাফল্যের সঙ্গে এধরণের প্রচুর সার্জারি সম্পন্ন করেছেন। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সার্জনরা নী রিপ্লেসমেন্টের জন্য প্রত্যেক রোগীর অ্যানাটমি দেখে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, অতি উন্নত রোবোটিক ইনস্ট্রুমেন্টস রোগীদের দ্রুত সুস্থ জীবনে ফেরার সহায়ক হয়।

চা বিশেষজ্ঞের বহু-প্রতীক্ষিত ফার্স্ট ফ্লাশ

কলকাতা: মিরিক, দার্জিলিং-এ চায়ের ফার্স্ট ফ্লাশ উদযাপন করেছে ওকাইটি টি এস্টেট। উল্লেখ্য, দার্জিলিং ফার্স্ট ফ্লাশ হল প্রত্যেক চা বিশেষজ্ঞের জন্য একটি বহু-প্রতীক্ষিত চা। যা চা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি হয় এবং যা ৩-৪ মাস হাইবারনেশনের পরে অঙ্কুরিত হয়। ফার্স্ট ফ্লাশের চা সাধারণত অন্যান্য ফ্লাশের তুলনায় হালকা হয় ।

সাধারণত, প্রথম ফ্লাশের পাতাগুলি অন্যান্য ফ্লাশের তুলনায় বেশিক্ষণ শুকানো হয় এবং কম অক্সিডাইজ করা হয়। বিশ্বব্যাপী এই চায়ের চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্যাকিংয়ের সময় পলিফেনল এবং ক্যাটেচিন দিয়ে প্যাক করা হয়। এই চা শুধুমাত্র স্বাদ ও গন্ধেই অতুলনীয় তা নয় শরীরকে বিশেষ ভাবে এনার্জীও প্রদান করে।

প্রথম ফ্লাশের পাতা উপড়ে ফেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে ওকাইটি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেখানে প্রথম ফ্লাশ দার্জিলিং চায়ের প্রতিটি দিক উদযাপন করা হয়। বলাবাহুল্য, একদিনের এই অনুষ্ঠানে চা শিল্পী ও দার্জিলিং চা শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের 'চায়ের শ্যাম্পেন' তৈরির প্রক্রিয়াটি দেখতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ওকাইটি টি কোম্পানির সিইও ও এমডি জনাব রাজীব বাইড, কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের হাতে উপহার এবং স্মারক তুলে দেন।

কাঁচরাপাড়ায় সিএসবি-র নতুন স্টোর

কলকাতা: ৪ঠা এপ্রিল কলকাতায় আউটলেট লঞ্চ করল চায় সুতা বার(সিএসবি)। বিশ্বব্যাপী এই পানীয় ব্র্যান্ডটির লক্ষ্য হল তার নতুন শাখার মাধ্যমে কলকাতায় কুলহড় চায়ের স্বাদ ছড়িয়ে দেওয়া। উত্তর ২৪ পরগনা, জেলার কাঁচরাপাড়ায় ৪৮ কে.সি. ঘটক রোডে তার নতুন স্টোরটি খোলে চাই সুতা বার।

সিএসবি প্রতিদিন ৩ লক্ষেরও বেশি কুলহড় ব্যবহার করে এবং ১৫০০ টিরও বেশি কুমোর পরিবারকে সহায়তা করে। উল্লেখ্য এই কুলহড় তৈরির জন্য সিএসবি প্রায় ৫০০ জনেরও বেশি লোককে নিয়োগ করেছে। সমগ্র ভারতে ২৫০-এরও বেশি আউটলেট সহ ১২৫টিরও বেশি শহরে কুলহড় বিতরণ করেছে সিএসবি। এছাড়া দুবাই, ওমান এবং নেপাল সহ কয়েকটি দেশে সিএসবি এই কুলহড় বিতরণ করেছে। সিএসবি-র কো ফাউন্ডার অভিনব দুবে বলেন, আশাকরি সিএসবি কলকাতায় লোকের মন জয় করবে।

দুবাই এক্সপোতে সফল ইইএমএ

কলকাতা: ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত দুবাই এক্সপোতে পাওয়ার প্যাকড ওয়ানডে এজেন্ডা সফলভাবে পরিচালনা করেছে ইভেন্ট অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন(ইইএমএ)। ভারতের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের শীর্ষ সংস্থা হল এই ইইএমএ। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) এর সাথে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে পুরো ইভেন্টটি পরিচালিত হয়। ইভেন্ট লঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইইএমএ-র সভাপতি রোশন আব্বাস , ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব অপূর্ব চন্দ্র সহ আরও অনেকে।

দুবাই এক্সপোতে ইভেন্টটি এক্সপেরিয়েন্টাল ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন হাইলাইট প্রদর্শন করে। যার মধ্যে ইভেন্টের জন্য একক উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য প্রবর্তনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রক্রিয়াটি দেশে অনুষ্ঠান পরিচালনাকে সহজতর করে তুলবে। এছাড়া ইইএমএ দুবাই এক্সপোতে একটি ইইএমএজিআইসি অ্যাপ চালু করেছে যা বিশেষত বিবাহ পরিকল্পনাকারীদের জন্য দ্বি-মুখী পর্যালোচনা সিস্টেমের সাথে তৈরি। এটি একটি ওয়েডিং কাউন্সিল। যা ওয়েডিং সেক্টরের বিভিন্ন সমস্যা গুলির সমাধান করবে।

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব অপূর্ব চন্দ্র বলেন, আমরা ইইএমএ-এর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমরা আগামী দিনে ভারতে বিশ্বমানের ইভেন্ট আয়োজনের অপেক্ষায় আছি।

অ্যামাজনের পহেলা বৈশাখ শপিং স্টোর

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন.ইন আজ তার 'পহেলাবৈশাখ শপিং স্টোর' চালু করার ঘোষণা করল। যা আঞ্চলিক নববর্ষ উদযাপনকারী গ্রাহকদের শপিং-এর চাহিদা মেটাবে। গ্রাহকরা এখান থেকে পূজার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পোশাক, ইলেকট্রনিক্স, যন্ত্রপাতি, গৃহসজ্জা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আনুষাঙ্গিক অনেক কিছু জন্য কেনাকাটা করতে পারবেন।

স্টোরটি ১৫ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত লাইভ থাকবে এবং গ্রাহকদের একই ছাদের নিচে তাদের পছন্দসই জিনিষপত্র কেনাকাটা করতে পারবেন। বিভিন্ন ব্র্যান্ড যেমন ল্যাকমে, টাইটান, এইচপি, স্যামসাং, পিজিয়ন, সেলো এবং আরও অনেক ব্র্যান্ডই গ্রাহকরা এখান থেকে বেছে নিতে পারবেন।

তৃতীয় সংস্করণের রেজিস্ট্রেশন ঘোষণা এইচসিএল-র

কলকাতা: আজ তৃতীয় সংস্করণের রেজিস্ট্রেশন ঘোষণা করল এইচসিএল জিগস। স্কুল পড়ুয়াদের সমস্যা সমাধান ও দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ভারতের প্রিমিয়ার ক্রিটিক্যাল রিজনিং প্ল্যাটফর্ম হল এই এইচসিএল জিগস। ভার্চুয়াল, প্যান-ইন্ডিয়া প্রোগ্রামটির উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের সমস্যা চিহ্নিত করে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। উল্লেখ্য, এই এইচসিএল জিগস ৩.০-এর জন্য মোট পুরস্কারের পার্স হল ১২ লক্ষ টাকা। বলাবাহুল্য, বিজয়ীরা এবং ফাইনালিস্টরাও এইচসিএল-র ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনোভেশন ল্যাবগুলিতে শেখার সুযোগ পাবেন।

এইচসিএল জিগস ৬ থেকে ৯ গ্রেডের পড়ুয়াদের গবেষণা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং যোগাযোগ সহ দক্ষতার উপর মূল্যায়ন করে চ্যালেঞ্জ সমাধানে প্রয়োগ সহায়তা করে। আগ্রহীরা স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ৩১শে জুলাই-র মধ্যে www.hcljigsaw.com-এ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। এইচসিএল-র কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট স্ট্র্যাটেজি সুন্দর মাহালিঙ্গম বলেন, আমরা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সম্ভাবনাকে বহুগুণে বাড়াতে সাহায্য করি। জিগস ৩.০বাস্তববিশ্বের কেস স্টাডি উপস্থাপন করবে।

কলকাতায় কাপশাপ

কলকাতা: এপ্রিলেই কলকাতায় তার নতুন অফিস শুরু করতে চায় কাপশাপ। সংস্থাটি বর্তমানে পুনে, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দ্রাবাদ জুড়ে কাজ করছে। উল্লেখ্য, এই কাপশাপ হল একটি পূর্ণ-পরিষেবা সংস্থা যা স্বাধীন ব্যবসায়িক ইউনিট হিসাবে কাজ করবে।

কাপশাপ হল একটি ৩৬০-ডিগ্রি বিপণন সংস্থা যা ব্র্যান্ডগুলিকে তাদের বৃদ্ধির পর্যায়ে অধিগ্রহণ, বিপণন কৌশল এবং সৃজনশীল পরিষেবাগুলিতে সহায়তা করে। কাপশাপ-র লক্ষ্য হল যে কোন জায়গার সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবসায় অগ্রগতি। কাপশাপ-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ কুমার বলেন, মেট্রো সিটি আমাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আশাকরি এখানেও আমরা সফল হব।

ভি ও এল-অ্যান্ড-টি তৈরি করবে প্রাইভেট এলটিই নেটওয়ার্ক

শিলিগুড়ি: এলঅ্যান্ডটি স্মার্ট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন (এসডব্লুসি) ও ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড (ভি) একত্রে হাত মিলিয়ে ভারতে একটি প্রাইভেট এলটিই এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। উভয় কোম্পানি সুরাটের হাজিরাতে এলঅ্যান্ডটি হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর 'এ এম নায়েক হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লেক্স'-এ তৈরি করবে একটি 'অ্যাক্সিলারেটেড প্রুফ অফ কনসেপ্ট' (পিওসি)।

এছাড়া, 'পাবলিক সেফটি', 'স্মার্ট অ্যান্ড কানেক্টেড হেলথ' প্রভৃতি ক্ষেত্রে ৫জি ট্রায়ালের জন্য সরকার প্রদত্ত ৫জি স্পেক্ট্রাম দ্বারা ৫জি ইউজ কেস ট্রায়ালের জন্য এলঅ্যান্ডটি এসডব্লুসি ও ভি সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। উভয় কোম্পানির এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল এলঅ্যান্ডটি'র স্মার্ট সিটি প্লাটফর্ম ব্যবহার করে আইওটি ভিত্তিক '৫জি ইউজ কেসেস', ভিডিয়ো এআই টেকনোলজি পরীক্ষা ও বাস্তবায়িত করা।

উল্লেখ্য, নোকিয়ার টেকনোলজি-ভিত্তিক প্রাইভেট এলটিই পিওসি এলঅ্যান্ডটি হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানিফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটিতে উচ্চমানের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর মেশিনারি, কানেক্টেড ডিভাইসেস এবং আইওটি'র জন্য কভারেজ, কমিউনিকেশন ও কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স সংহত করবে।

১৮ওয়াট ফাস্ট চার্জিং-সহ আইটেল ভিশন ৩

কলকাতা: 'আইটেল ভিশন ৩' - ভারতের 'মোস্ট ট্রাস্টেড ব্র্যান্ড' আইটেল লঞ্চ করল তাদের এই নতুন স্মার্টফোন। আইটেল ভিশন ৩ স্মার্টফোনে রয়েছে – ৬.৬ ইঞ্চি এইচডি+ আইপিএস ওয়াটারড্রপ ডিসপ্লে, ৩জিবি RAM, ৬৪জিবি রম, ৮এমপি + ভিজিএ ডুয়াল ক্যামেরা, ৫এমপি ফ্রন্ট ক্যামেরা, ফেস আনলক, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, এআই পাওয়ার মাস্টার ও রিভার্স চার্জিং-সহ ৫০০০এমএএইচ ব্যাটারি, অক্টা-কোর প্রসেসর, অ্যান্ড্রয়েড ১১ ওএস এবং ভিওএলটিই/ ভিআইএলটিই/ ভিওওয়াইফাই নেটওয়ার্ক।

এটিই ভারতের প্রথম স্মার্টফোন যা এই টেকনোলজি-সহ এত কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ফোনটি শুধুমাত্র অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকে পাওয়া যাবে অফলাইন রিটেল আউটলেটগুলিতেও। আইটেল ভিশন ৩ পাওয়া যাচ্ছে তিনটি কলারে – জুয়েল ব্লু, মাল্টিকলার গ্রিন, ডিপ ওশান ব্ল্যাক। এক্সক্লুসিভ অফার হিসেবে গ্রাহকরা ফোনটি ক্রয়ের ১০০ দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত স্ক্রিনের জন্য পেতে পারেন 'ফ্রি ওয়ান-টাইম স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট'। সীমিত সময়ের অফার হিসেবে এরসঙ্গে থাকছে ফ্রি বিটি হেডসেট। ১৮ওয়াট ফাস্ট চার্জিং-সহ এই স্মার্টফোনের দাম ৭৯৯৯ টাকা।

ভিইসিভি লিমিটেড ড্রুক ইন্দো অটোমোবাইলের নতুন ডিলারশিপ

ডালসিংপাড়া: ভিই বাণিজ্যিক যানবাহন আইশার ট্রাক ও বাসের একটি ব্যবসায়িক ইউনিট পশ্চিমবঙ্গের ডালসিংপাড়ায় তার নতুন ২এস (পরিষেবা এবং খুচরা) সুবিধার উদ্বোধন করেছে। ড্রুক ইন্দো অটোমোবাইল হল একটি অত্যাধুনিক ২এস ডিলারশিপ যা গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য এবং আইশার-এর শিল্পের প্রথম আপটাইম সেন্টারের সাথে যুক্ত উচ্চতর যানবাহন আপটাইম প্রদানের জন্য প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষন দেয়।

কোম্পানিটি পশ্চিমবঙ্গের ডিলারশিপ জুড়ে কোম্পানির প্রশিক্ষিত জনবল মোতায়েন করেছে, আইশার দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত। ভিইসিভি ৪.৯-৫৫টি জিভিডব্লিউ ট্রাক এবং ১২-৭২-সিটের বাস থেকে বিস্তৃত পণ্য পরিসরগুলির মধ্যে একটি অফার করে। এই পণ্যগুলি আইশার-এর সবচেয়ে উদ্ভাবনী বিএসভিআই সমাধান – ইউটেক৬-এ উত্পাদিত হয় যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিন প্রযুক্তি এবং সর্বোত্তম শ্রেণীর জ্বালানি দক্ষতা প্রদান করে। আইশার হল প্রথম প্লেয়ার যারা উন্নত টেলিমেটিকস সহ ১০০% সংযুক্ত পরিসরের যানবাহন প্রবর্তন করে যা উন্নত জ্বালানী দক্ষতা প্রদান করে, শিল্প-প্রথম আইশার আপটাইম সেন্টার সমর্থন দ্বারা সক্ষম উন্নত আপটাইম।

ভিইসিভি-এর আফটারমার্কেট অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী রমেশ রাজাগোপালান বলেছেন, "আমাদের গ্রাহকদের আরও ভাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য আইশারের প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত বিএস-ভিআই-এর সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করতে আইশার ট্রাক এবং বাসগুলি ক্রমাগত তার পরিষেবা এবং যন্ত্রাংশের নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করে চলেছে।"

শিলিগুড়িতে ওপিডি ক্লিনিকের ৩ বছর পূর্ণ করল যশোদা হাসপাতাল

শিলিগুড়ি: যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ ৩ বছর ধরে শিলিগুড়িতে আউটরিচ সুপার-স্পেশালিটি ক্লিনিক পরিচালনা করছে। যশোদা মেডিক্যাল সেন্টারের ওপিডিগুলি বিভিন্ন বিশেষত্বকে কভার করে। প্রধান নগর ক্লিনিকের যশোদা মেডিকেল সেন্টার টেলিমেডিসিন পরিষেবাগুলি অফার করে যা রোগীদের হায়দ্রাবাদে তাদের হাসপাতালের সমস্ত সুপার বিশেষজ্ঞের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির মিঃ বিশ্বনাথ বর্মণ দীর্ঘদিন ধরে বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। এরপর তিনি শিলিগুড়ি ওপিডি-র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ জগদেশ মাদিরেদ্দির কাছে যান যেখানে তিনি হার্টের সমস্যা এবং তার পেটের মহাধমনীতে সমস্যায় আক্রান্ত হন। মিঃ বর্মন তখন এই অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতে উত্তরবঙ্গ থেকে হায়দ্রাবাদে যশোদা হাসপাতালে যান। ডাঃ এনজিওগ্রাফি এবং সিটি স্ক্যান সহ একটি পরীক্ষার পর তিনটি রক্তনালীতে একটি পেটের অ্যানিউরিজম এবং ব্লক আবিষ্কার করেন। মিঃ বর্মনের একটি অপারেশন হয় যেখানে ডাক্তাররা সিবিজি (ফেমোরাল বাইপাস সার্জারি) এবং অ্যাবডোমিনাল অর্টিক ভালভ মেরামত করেন। তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং যশোদা হাসপাতালে নিয়মিত ফলোআপ করছেন।

যশোদা হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাঃ অভিনব গোরুকান্তি জানিয়েছেন, "আমরা এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব করেছি যাতে প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে টেলিমেডিসিন, টেলিরাডিওলজি এবং টেলি আইসিইউ শুরু করা যায়।"

দেশে পণ্য পরিবহণে রেকর্ড আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের

আলিপুরদুয়ার: ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ২৩৮ কোটি ১০ লক্ষ্য আয় করেছে। যা এই আর্থিক বর্ষের নিরিখে পণ্য পরিবহণে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের একটি রেকর্ড। ডিআরএম দিলীপ কুমার সিং জানান, এটি শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ক্ষেত্রেই নয় সমগ্র দেশব্যাপী মাল পরিবহনের আয়ের হিসাবের নিরিখে এই রেকর্ড। রেলের এই আয়ের হিসাব বিচার করা হয়েছে বৃদ্ধির শতাংশের হিসেবে। তিনি বলেন, শুধু আয়ের ক্ষেত্রেই নয় ২০২১-২২ আর্থিকবর্ষে মালগাড়িতে পণ্য সহ বিভিন্ন সামগ্রী লোডিং করে গোটা দেশে তারা একনম্বর স্থানে রয়েছে।

ডিআরএম জানান, ভুটান থেকে যে ডলোমাইট আসে তা দলগাঁও থেকে মালগাড়ির রেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়। আবার বিন্নাগুড়ি, মাল জংশন এবং ডামডিম থেকে বাংলাদেশের জন্য স্টোন চিপস লোডিং হয়। ফালাকাটা, শালবাড়ি, ধূপগুড়ি থেকে আলু এবং চ্যাংরাবান্ধা থেকে আয়রন পাইপ লোডিং হয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে।বাসুগাঁও ও গোসাইগাঁও থেকে বাঁশ লোডিং হয়ে বিভিন্ন পেপার মিলে যাচ্ছে। এই সমস্ত সামগ্রী লোডিং-এ ব্যাপক আয় হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০২০-২১ আর্থিক বর্ষে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ১৮ হাজার ৬২টি ওয়াগন লোড করেছিল। ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার ৮৯০টি ওয়াগনে। শতাংশের হিসেবে যার বৃদ্ধির হার ১২৪.১৭ শতাংশ।

বলাবাহুল্য ২০২০-২১ আর্থিক বর্ষে আয় ছিল ৯৩ কোটি ৭০ লক্ষ্য টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে সেটা বেড়ে হয়েছে ২৩৮ কোটি ১০ লক্ষ্য টাকা। শতাংশের হিসেবে যা ১৫৪.০২ শতাংশ। একই ভাবে ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে ১.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্য সহ অন্য সামগ্রী লোডিং হয়েছিল। ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে তা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ২.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

'ভি'-এর ডিজিটাল অফারিংস

শিলিগুড়ি: কর্মজীবনে সাফল্যের জন্য দরকার মনের মতো কাজ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা। ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর 'ভি' দেশের যুবসমাজের স্বার্থে একগুচ্ছ অফার নিয়ে এসেছে। এর উদ্দেশ্য তাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা, কর্মযোগ্যতা বৃদ্ধি করা ও সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করা।

গ্রাহকদের আশা পূরণ করার দিকে নজর রেখে 'ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন' ভারতের বৃহত্তম কর্মসন্ধানের প্লাটফর্ম 'আপনা', অগ্রণী ইংরেজি শিক্ষার প্লাটফর্ম 'এনগুরু' ও সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতির প্লাটফর্ম 'পরীক্ষা'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভি অ্যাপের 'ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন' হল যুবসমাজের জন্য চাকরি সন্ধান করা, স্পোকেন ইংলিশে দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও সরকারি চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য এক 'ওয়ান স্টপ সলিউশন' যা তাদের কর্মজীবনের স্বপ্নকে সফল করবে। এপ্রসঙ্গে ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের সিএমও অবনীশ খোসলা বলেন, আপনা, এনগুরু ও পরীক্ষার সঙ্গে 'ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন'-এর পার্টনারশিপ ভি গ্রাহকদের কর্মজীবনের আশা পূরণে সহায়ক হবে।

লাইফস্টাইল ইউটিলিটি গাড়ি হিলাক্স

শিলিগুড়ি: আইকনিক হিলাক্সের দাম ঘোষণা করল টয়োটা কিরলোস্কার মোটর (টিকেএম)। ওয়ান নেশন ওয়ান প্রাইসের অন্তর্গত এই নতুন টয়োটা হিলাক্সের দাম ৩৩,৯৯,০০০টাকা(৪*৪ এমটি স্ট্যান্ডার্ডের জন্য এক্স-শোরুম মূল্য)। উল্লেখ্য, এই হিলাক্স হল একটি লাইফস্টাইল ইউটিলিটি গাড়ি। যা অফ-রোডিং অ্যাডভেঞ্চার ড্রাইভ এবং প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। পাঁচটি রঙে উপলব্ধ হিলাক্স। ইমোশনাল রেড, হোয়াইট পার্ল, সিলভার মেটালিক, সুপার হোয়াইট এবং গ্রে মেটালিক

বিশ্বব্যাপী টয়োটা হিলাক্সের বিক্রি ২০ মিলিয়ন ইউনিট অতিক্রম করেছে। যা ১৮০টি দেশের কয়েক লক্ষ মানুষের মন জয় করেছে। হিলাক্স বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের একটি মাল্টি-পারপাস ভেহিকল (আইএমভি) প্ল্যাটফর্ম অফার করে। হিলাক্সের প্রতিটি ভেরিয়েন্টেই একটি ৪এক্স৪ ড্রাইভট্রেন রয়েছে। যা গ্রাহকদের মসৃণ অফ-রোডিংয়ে নিযুক্ত করে। এছাড়া অটোমেটিক ট্রান্সমিশন (এটি) ভেরিয়েন্ট ২০৪এইচপি এর সেগমেন্ট-লিডিং পাওয়ার এবং ৫০০এনএম টর্ক আউটপুট প্রদান করে। ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন (এমটি) ভেরিয়েন্ট ২০৪ এইচপি এবং ৪২০ এনএম জেনারেট করে। টয়োটা কিরলোস্কার মোটরের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট তাদাশি আসাজুমা বলেন, হিলাক্সের দাম ঘোষণা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। লঞ্চের পর থেকেই অত্যাধুনিক হিলাক্স গ্রাহকদের মন জয় করতে পেরেছে।

রহস্য সমাধানে সব্যসাচী ও অনির্বান

দুর্গাপুর: পশ্চিমবঙ্গের দুই জনপ্রিয় ডিটেকটিভ সব্যসাচী চক্রবর্তী ও অনির্বান ভট্টাচার্য্য এই প্রথম একসঙ্গে হাজির হতে চলেছেন সিনেমার পর্দায়। দুই বিখ্যাত মুখ একসঙ্গে কেন? কোন্ গোলমাল পাকাতে চলেছেন তারা, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দর্শক মহলে। কৌতূহলী দর্শকরা জানতে চাইছেন, সব্যসাচী চক্রবর্তী ও অনির্বান ভট্টাচার্য্য একসঙ্গে পর্দায় হাজির হয়ে কোন্ রহস্য সমাধান করবেন। কি সেই রহস্য, কি সেই গোলমাল? তারা দুজনে কি কোনও সত্য উদ্ঘাটন করবেন? যদি তাই-ই হয়, তাহলে সেটা কি?

হেল্থ অ্যাপ লঞ্চ করল ফ্লিপকার্ট

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট হেল্থ অ্যাপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা খাতে আত্মপ্রকাশ করল ফ্লিপকার্ট। এই ফ্লিপকার্ট হেল্থ অ্যাপ হল একটি প্রযুক্তি-প্ল্যাটফর্ম যা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের জন্য প্রকৃত ওষুধ এবং স্বাস্থ্যসেবা পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে। বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহজে ওষুধ পৌঁছে দেওয়াই হল ফ্লিপকার্ট হেল্থ অ্যাপের লক্ষ্য। উল্লেখ্য, ফ্লিপকার্ট তার এই হেল্থ অ্যাপের মাধ্যমে 'স্বস্থ ভারত'-এ অবদান রাখার লক্ষ্য দেশ ব্যাপী ২০,০০০ পিন কোড জুড়ে গ্রাহকদের সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ প্রদান করবে। প্রাথমিকভাবে ফ্লিপকার্টের এই হেল্থ অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড প্লে স্টোরে উপলব্ধ এবং ভবিষ্যতে আইওএস-এ উপলব্ধ হবে।

ফ্লিপকার্ট হেল্থ অ্যাপটি একটি উইজার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেসের সাথে ডিজাইন এবং ডেভেলপ করা হয়েছে। শুরুতে ফ্লিপকার্ট হেল্থ প্লাটফর্মে প্রায় ৫০০-রও বেশি স্বাধীন বিক্রেতা থাকবে যাদের মেডিকেল প্রেসক্রিপশনের বৈধতা ও রেজিস্টার ফার্মাসিস্টদের একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে। ফ্লিপকার্ট হেলথ-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রশান্ত জাভেরি বলেন, আমরা এমনভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে চাই যা স্বাস্থ্যসেবা ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে।

বাংলা ভাষায় ম্যাট্রিমনি অ্যাপ

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী অনলাইন ম্যাট্রিমনি কোম্পানি 'ম্যাট্রিমনি ডট কম' লঞ্চ করল জোড়ি অ্যাপ। এটি সকলের জন্য মাতৃভাষায় ব্যবহারযোগ্য একটি ম্যাচমেকিং অ্যাপ। বাংলা ছাড়াও এই অ্যাপের পরিষেবা পাওয়া যাবে আরও নয়টি ভাষায়, যেগুলির মধ্যে রয়েছে হিন্দি, মারাঠি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, তামিল ও তেলুগু।

বিগত ২২ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে জীবনসঙ্গী খুঁজে দেওয়ার কাজে সফলতা অর্জনের পর 'ম্যাট্রিমনি ডট কম' এই নতুন অ্যাপ নিয়ে এসেছে, কারণ অনেকেই চান মাতৃভাষায় ম্যাচমেকিং সার্ভিস। এই সার্ভিস পাওয়া যাবে অ্যান্ড্রয়েডে। যারা ডিপ্লোমা, পলিটেকনিক, দ্বাদশ, দশম বা আরও নিম্ন স্ট্যান্ডার্ডের শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তাদের চাহিদা পূরণ করবে জোড়ি অ্যাপ। পেশাগত দিক থেকে 'ব্লু কলার ওয়ার্কার' ও 'সেলফ-এমপ্লয়েড' মানুষজনের কাছে এই অ্যাপ গ্রহণীয় হবে।

ম্যাট্রিমনি ডট কম-এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্কেটিং অফিসার অর্জুন ভাটিয়া জানান, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের প্রসারণের যুগে জোড়ি হল নিরাপদে পছন্দসই লাইফ পার্টনার খোঁজার এক 'সিম্পল টেকনোলজি সলিউশন'। জোড়ি সহজে ব্যবহারযোগ্য অ্যাপ। প্রোফাইল তৈরির জন্য কিছু 'বেসিক ইনফর্মেশন' প্রয়োজন হয়। নিজেদের ভাষাতেই রেজিস্টার করে ধর্ম, শহর, সম্প্রদায়, শিক্ষা ও উপার্জন অনুযায়ী 'ম্যাচ' খোঁজা সম্ভব। জোড়িতে রেজিস্ট্রেশন বিনামূল্যে করা যায়, তবে কিছু বাড়তি সুবিধার জন্য সাশ্রয়ী 'পেইড প্ল্যান' ও রয়েছে।

কেকেআর-এর সেলিব্রেশন পার্টনার McDowell's

শিলিগুড়ি: আইপিএল-র মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে তার সেলিব্রেশন পার্টনারশীপ ঘোষণা করল McDowell's No1 সোডা। উল্লেখ্য এটি হল ডিয়াজিও ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড। "ইয়ারনকেসাথ মেক ইট হ্যাভ, লিমিট মেন রাখনা সেলিব্রেশন" প্রভৃতি McDowell's No1 সোডার এই ট্যাগ লাইনগুলি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা তাদের বন্ধুদের সাথে নিরিবিলিতে কিছু সময় উপভোগ করতে চান এবং তাদের সমস্ত বন্ধুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পোর্টফোলিও হেড, বিপণন, ডিয়াজিও ইন্ডিয়ার রুচিরা জেটলি বলেন, ক্রিকেট হল একটি স্পোর্টিং এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা যা সমগ্র দেশকে অনুপ্রেরণাদায়ক ক্রীড়া কর্মের সাথে একত্রিত করে যা ভারতীয়দের জন্য একটি উৎসব। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই আইকনিক দলগুলোর সাথে যুক্ত হতে পেরে আনন্দিত।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ ফুটবল শুরু

জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ও আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহযোগিতায় জেলা পরিষদ কাপ নকআউট ফুটবল শুরু হল ২৭ মার্চ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি মাদারিহাট ফুটবল কোচিং সেন্টারকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে।

রাজ্য হ্যান্ডবল দলে মাথাভাঙ্গার রাজু

বিজয়ওয়াড়ার আইসিএমসি স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের ছেলেদের হ্যান্ডবলে রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজু বর্মন। প্রতিযোগিতাটি ৩১ মার্চ শুরু দলের সঙ্গে রাজু ২৬ ২৯ মার্চ পর্যন্ত কল্যাণীতে অনুশীলন করেছে। রাজু সুযোগ পাওয়া খুশি তার স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা।

বেঞ্চ প্রেস ১৭ই জেলা পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা

দার্জিলিং জেলাস্তরের পুরুষ ও মহিলাদের বেঞ্চ প্রেস অনুষ্ঠিত হবে ১৭ এপ্রিল। সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, স্ট্যাগ টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে আসরে মোট ১০০ জন অংশ নেবেন। পুরুষদের জন্য থাকবে ৫৬, ৫৯, ৬৭.৫, ৭৪, ৮৩.৫, ৯০, ৯২ ও ১০০ কেজি বিভাগ। মহিলাদের থাকবে ৫৬ ও ৬৭.৫ কেজি বিভাগ। মাস্টার্সে থাকছে ৪০-৫০ এবং ৫০-৬০ কেজি বিভাগ।

বাঘা যতীন ক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী সমিতি

শিলিগুড়ি বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের নতুন সচিব করা হল অখিল বিশ্বাসকে। ২৮ মার্চ ক্লাবের কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় তাঁকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সচিব করা হয়। সভাপতি পদ পেয়েছেন উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। সহকারী সভাপতির পদে শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিত দাম ও পেয়ারা সিং রয়েছেন। সহকারী সচিবের দায়িত্বে সুদীপ মার্টিন সিনহা। একই সঙ্গে বাঘা যতীনের শাখা সংগঠন স্পোর্টিং ইউনিয়নের সভাপতি ও সচিব হিসেবে জিবি দাস এবং তাপস পালকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

উদয় ট্রফিতে জিতলেন অমল-বিরাজ

শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর পরিচালনায় ও কুমকুম রায়ের সহযোগিতায় আয়োজিত উদয় দুবে ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন অমল বসাক-বিরাজ দে। ২৮ মার্চ ফাইনালে সুবোধ অধিকারী-বাবলু মালাকারকে বসাক-বিরাজ ২৫৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেয়েছেন রামকৃষ্ণ রায়-অভিজিৎ দত্ত। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, মিত্র সম্মিলনীর সচিব অশোক ভট্টাচার্য, সভাপতি শ্যামল গুহ, কার্যনির্বাহী সভাপতি সুজিত ঘোষ, উদয় দুবের দুই বোন কুমকুম রায় ও কুহেলী দুবে প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে দাবা অ্যাকাডেমি গড়তে চান দীবেন্দু বড়ুয়া

শিলিগুড়ি: গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া শিলিগুড়িতে দাবার অ্যাকাডেমি গড়ার লক্ষ্যে ৫ এপ্রিল শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। এই আলোচনায় মূল বিষয়টি উঠে আসে যে দাবার অ্যাকাডেমি হচ্ছে, কিন্তু এর জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে।

দিব্যেন্দু বড়ুয়া আলোচনা শেষে সংবাদ মাধ্যমের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, ইদানিং উত্তরবঙ্গে অনেক উর্তি দাবারু উঠে আসছে। তাই এখানে একটি আধুনিক মানের একাডেমি হলে খেলোয়াড়দের অনেক সুবিধা হবে এবং অনেক নিত্য নুতন শিখতে পারবে। দাবা বিষয়ক আলোচনার শেষে মেয়র গৌতম দেব জানান পুরনিগম মানে এটা নয় যে ইট বালু পাথরের কাজ বা নানান পরিসেবা।

এই সব কাজের পাশাপাশি খেলা ধুলার

দিব্যেন্দু বড়ুয়া

প্রসার বিস্তার করাও আমাদের লক্ষ্য। তাই আমি দিব্যেন্দুবাবুকে বলেছি আমাকে লিখিত প্রস্তাব দিন এবং খুব তাড়াতাড়ি স্থান চিহ্নিত করে অ্যাকাডেমি তৈরী করা হবে। গৌতমবাবু আরো জানান আমরা কাজ ফেলে রাখতে অভ্যস্ত নই।

বাগান থেকে ফুটবল প্রতিভা বের করতে উদ্যোগী শ্রমদপ্তর

জলপাইগুড়ি: উত্তরবঙ্গ চা বাগান থেকে প্রতিভাবান ফুটবলার তুলে আনতে চাইছে শ্রম দপ্তর। উত্তরবঙ্গের চা বাগানে প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মের অভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হারিয়ে যায়। বাস্তবে সেইসব যুবক চা পাতা তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

১মে থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে শুরু হচ্ছে টি গোল্ড কাপ। এজন্য ৮ এপ্রিল থেকে চা বাগানের যুবকদের বাছাই করবেন ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। পরবর্তীতে যাতে বাগানের যুবকরা কলকাতার ক্লাবে খেলার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হবে। খেলা গুলি অনুষ্ঠিত হবে ডুয়ার্সে। ১ এপ্রিল জলপাইগুড়িতে শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের অনুষ্ঠানে এই কথা ঘোষণা করেন শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না। শ্রম দপ্তরের সচিব বরুঁ রায়ের কথায়, প্রতিযোগিতা শেষ হবে ২১ মে। শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জোনে প্রতিযোগতাকে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনে ছয়টি করে টিম থাকবে।

চ্যাম্পিয়ন রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার

নকশালবাড়ি: নকশালবাড়ি ইয়ুথের দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ ভৌমিক, কেশবচন্দ্র ঘোষ ও ঊষারানি সরকার ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাকাডেমি। ৩ এপ্রিল ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে নেপালের বিওয়াইসি-কে। ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে রাহুল রায়, শচীন ছেত্রী ও প্রদীপ রায় গোল করেন। বিওয়াইসি-র গোলটি করেন সানুকা লিম্বু। ফাইনাল ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্রদীপ এবং প্রতিযোগিতার সেরা বিওয়াইসি-র কর্ণ লিম্বু। সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেয়েছেন বিকাশ রায়।

তরাই কোচিং সেন্টারের সেরা তাপস, রিয়া

শিলিগুড়ি: ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তাপস বর্মন এবং সিনিয়ারে মেয়েদের সেরা রিয়া সরকার। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যথাক্রমে সমীর রহমান ও স্বর্ণালী সাহা (অনূর্ধ্ব-১৮), মিলন রায় ও শ্যামলী বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৬), অনির্বাণ অধিকারী ও রিয়া মুর্মু (অনূর্ধ্ব-১৪), সুজিত রায় ও স্বাগতা নিয়োগী (অনূর্ধ্ব-১২), বিক্রম বর্মন ও রীতিকা রাজবংশী (অনূর্ধ্ব-১০), মৃগাঙ্ক দাস ও নিকিতা বর্মন (অনূর্ধ্ব-৮) এবং বিক্রম মাহাতো ও এ সাহা (অনূর্ধ্ব-৬)।

তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের সচিব কার্তিক পাল জানিয়েছেন, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ৬০টি ইভেন্টে ৬৭২ জন অংশ নেয়। বয়স বিভাগ ছিল ১৬টি। এবার শিলিগুড়ির বাইরে থেকেও প্রতিযোগী এসেছে।

টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালেই বিদায় শিলিগুড়ির মেয়েদের

কোচবিহার: সিএবি-র আন্তঃজেলা মেয়েদের সিনিয়ার টি২০ ক্রিকেটে ৫ এপ্রিল সেমিফাইনালে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল শিলিগুড়ি। ৫ এপ্রিল সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি হুগলির বিরুদ্ধে খেলতে নামে। বোলাররা ভালো ফল করলেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় ৮ রানে হুগলির বিরুদ্ধে হেরে যায়।

কোচবিহার স্টেডিয়ামে শিলিগুড়ি টসে জিতে প্রথমে বলিং করে। ব্যাটিংয়ে নেমে হুগলি ১৯ ওভারে ৮২ রানে অলআউট হয়। শিলিগুড়ির পূজা অধিকারী ও প্রিয়াঙ্কা কুমির ভালো বলিং-এর ভালো বলিং-এর জেরে হুগলিকে কম রানে আটকে দেয়। হুগলির হয়ে সর্বাধিক ২১ রান করেন তিতাস সাধুর। ব্যাটিং করতে নেমে শিলিগুড়ি ৭৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। প্রিয়াঙ্কা ২০ ও অঙ্কিতা মাহাতো ১৬ রান করেন। অন্য দিকে প্রথম সেমিফাইনালে নদিয়া ৮ রানে হাওড়ার বিরুদ্ধে জিতে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে।

রোটারির ক্লাব ক্রিকেট জিতল লায়ন্স

শিলিগুড়ি: রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটনের পরিচালনায় ও সিদ্ধি গ্রুপের সহযোগিতায় আয়োজিত চতুর্থ বর্ষ শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হল লায়ন্স উন্নতি। ৩ এপ্রিল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে লায়ন্স ১১১ রানে হারিয়েছে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ইয়ুথ ফোরামকে। টসে জিতে লায়ন্স ৮ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৮ রান করে। আদিত্য সিং ৩০ বলে ১০৪ রানে অপরাজিত থাকেন। জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে ৭.৪ ওভারে ইয়ুথ ফোরাম ৩৭ রানে অলআউট হয়ে যায়।

ফাইনাল খেলা ও প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হয়েছেন পুরস্কার তুলে দেন বিধায়ক শংকর ঘোষ, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা, রোটারির সভাপতি নবীন আগরওয়াল, সচিব জ্যোতি দে সরকার প্রমুখ।

রাজ্য দাবায় প্রথম সম্যক ধারেয়া

শিলিগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল সম্যক ধারেয়া। ৫ এপ্রিল শিলিগুড়ির ছেলেদের বিভাগে শিলিগুড়ির সম্যক প্রথম হয় এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যথাক্রমে উত্তর ২৪ পরগণার সোহম দে,জলপাইগুড়ির পরমব্রত সরকার এবং ত্রিপর্ণ ঘোষ।

মেয়েদের ওপেন বিভাগে প্রথম হয়েছেন কলকাতার শ্রেষ্ঠা সুরাই। দ্বিতীয় হয়েছেন কলকাতার স্নেহা হালদার এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছেন জলপাইগুড়ির প্রিয়া মণ্ডল। মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হয়েছেন আরশি দাস (অনূর্ধ্ব-৮), আরাধ্যা বিহানী (অনূর্ধ্ব-১০) ও অহনা চট্টোপাধ্যায় (অনূর্ধ্ব-১২)। ছেলেদের অন্যান্য বিভাগের বিজয়ীরা হল নরেন্দ্র অগরওয়াল (অনূর্ধ্ব-৮), অভিরূপ সরকার (অনূর্ধ্ব-১০), ও আয়ুষ সরকার (অনূর্ধ্ব-১২)।

ফেডকাপে সোনা, কমনওয়েলথে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন স্বপ্না বর্মণ

জলপাইগুড়ি: কোয়েম্বাটরে ফেডারেশন কাপে সোনা জিতে এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমসে হেপ্টাথেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার ছাড়পত্র জোগাড় করলেন জলপাইগুড়ির স্বপ্না বর্মণ। এবার তাঁর সামনে লক্ষ্য হল জাকার্তা এশিয়াডে জেতা সোনার পদক রক্ষার চ্যালেঞ্জ। অসুস্থ শরীর নিয়েও ছাত্রীর সাফল্যে হাসি ফুটেছে কোচ সুভাষ সরকারের মুখেও।

উল্লেখ, সাতটি ইভেন্টেই টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন সুভাষবাবু তারমধ্যে পাঁচটি টার্গেট পূরণ করেছেন স্বপ্না। পারেননি শুধু লং জাম্প ও ৮০০ মিটার দৌড়ে। লং জাম্পে স্বপ্না লাফিয়েছেন ৫.৭১ মিটার এবং ৮০০ মিটার দৌড়ে তিনি তাঁর সময় ছিল ২মিনিট ২১.৮ সেকেন্ড। ৪৯.৭৫ মিটার জ্যাভলিন তিনি প্রথম হন। সব মিলিয়ে হেপ্টাথেলনে তাঁর সংগৃহীত পয়েন্ট ছিল ৫,৮০০। যা চার বছর আগে তাঁর পাওয়া পয়েন্টের(৬০২৬) থেকে অনেকটাই কম। এজন্য তিনি শরীর ভালো না থাকাকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, শরীর ভালো না থাকায় লং জাম্প ও ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রত্যাশা মত ফল হয়নি। আগামীতে এই দুই ইভেন্টে ভালো করার চেষ্টা করব। কোচ সুভাষ স্যারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিনিয়ত আমাকে অনুপ্রেরণা দেন। এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এবার আমার লক্ষ্য এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমসে পদক জয়। আগামী দুই মাসের মধ্যে আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স রয়েছে। সেখানেই কোচের দেওয়া টার্গেট পূরণের চেষ্টা করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

কোচ সুভাষ সরকার বলেন, এই দুই ইভেন্টে ভালো করার ওর হাতে যথেষ্ট সময় আছে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে পিট জাম্প করতে ওকে বেগ পেতে হয়েছে। তাসত্ত্বেও ৮০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে স্বপ্না। এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমসে স্বপ্নার ভালো ফলের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।

স্বপ্না চ্যাম্পিয়ন হওয়াতে গর্বিত জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সংস্থার অ্যাথলেটিক্স সচিব উজ্জ্বল দাস চৌধুরী বলেন, স্বপ্না হল দেশের অহংকার। জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে লড়াই করে ও আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96